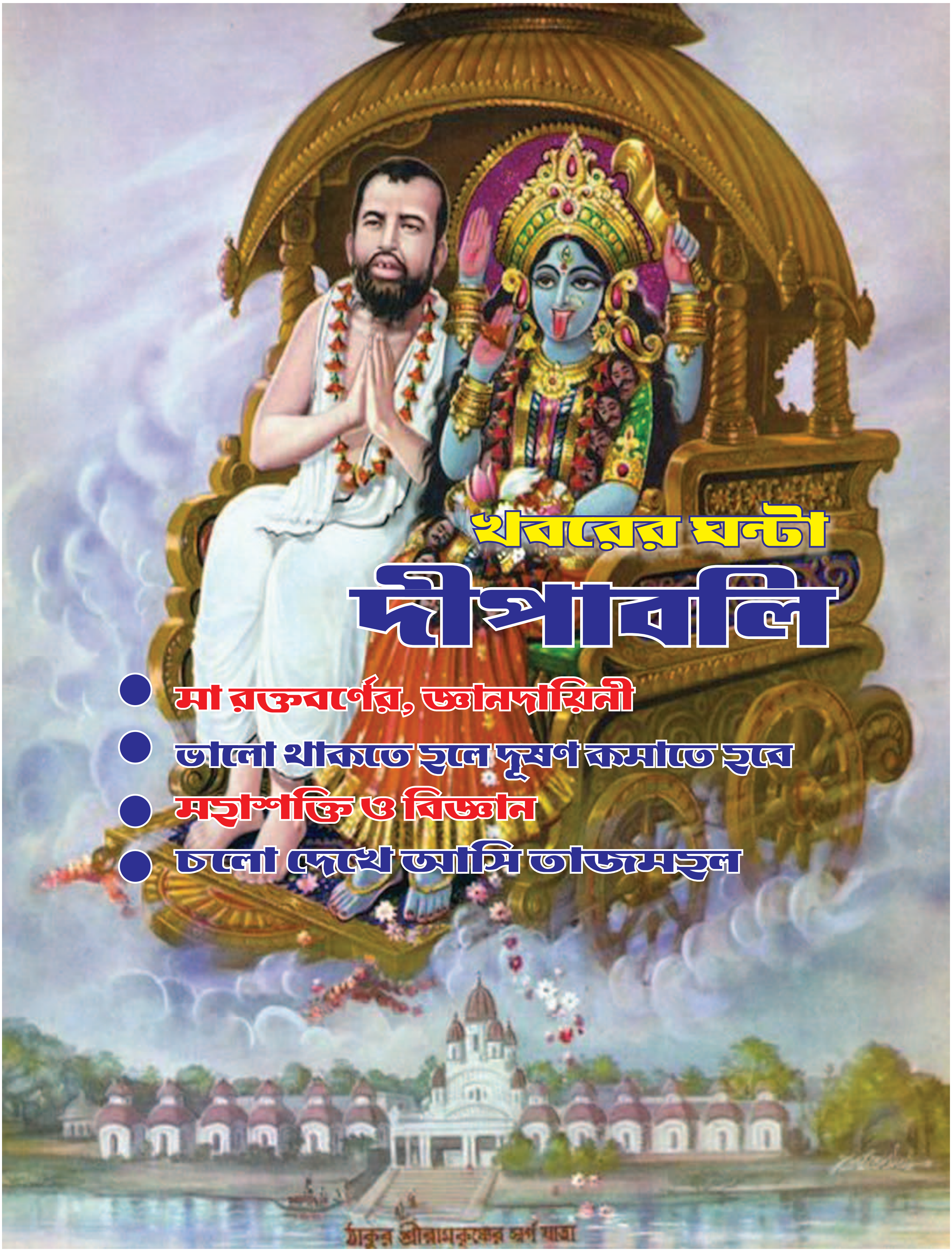


## খবরের ঘন্টা

# দীপাবলি

- মা রক্তবর্ণের, জ্ঞানদায়িনী
- ভালো থাকতে হলে দূষণ কমাতে হবে
- মহাশক্তি ও বিজ্ঞান
- চলো দেখে আসি তাজমহল

প্রতিভার খোঁজে অনবদ্য
খবরের ঘন্টাকে শুভেচ্ছা --
জনৈক শুভাকাঙ্খী

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

With best compliments from :

# SACHITRA GROUP OF COMPANIES

**MANUFACTURING :**

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

**MANUFACTURING :**

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

**AGRICULTURE :**

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

**RETAIL :**

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

## SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

# NEW RAMKRISHNA SEVA SADAN

## A MULTI SPECIALITY NURSING HOME

**DR. G. B. DAS**
MD, FICS, FICOG
INFERTILITY SPECIALIST
LAPAROSCOPIC SURGEON

**DR. VINAYAK DAS**
MS (OBS & GYN)
SPECIALIST IN FOETAL
MEDICINE & HIGH RISK PREGNANCY

**Prof. BENU GOPAL DAS**
MS (ORTHO)
ORTHOPAEDIC SURGEON & TRAUMATOLOGIST
PROFESSOR, Dept. of Orthopaedics, MGM Medical College, Kishanganj
SILIGURI SCAN CENTRE 3, Rash Behari Sarani, Tel : 0353-2430689

**SENIOR CONSULTANT**

Dr. H. N. AGARWALA, MD, FICOG
Dr. P. B. ROY, MBBS

**CONSULTANT GYNAECOLOGIST ATTENDING THIS NURSING HOME**

Dr. J. K. JHA, MBBS, DGO
Dr. MALLIKA MUKHERJEE, MBBS, DGO
Dr. SAILESH ROY, M.S.
Associate Prof. N.B.M.C. & Hospital
Dr. VINEETA GUPTA, MD
Dr. SANJAY MAJUMDAR, M.D.
Dr. SAMPA ROY, MBBS, DGO

**NEONATOLOGISTS & PAEDIATRICIANS**

Dr. SANJAY CHOWDHURY, MD
Dr. PRINCE PARAKH, MD. FISPN
Dr. GOPAL KHEMKA, MD
Dr. NABIN BISWAS, MBBS, DNB
Dr. ARKYA SAHA, MD

**LAPAROSCOPIC SURGEONS**

Dr. SAILAJIA PRASAD GUPTA, MS
Dr. RAJARSHI GUHA, MS

**EMERGENCY & BOOKING**

RECEPTION NO.
+91 97332-77777
+91 80160-84200
TOLL-FREE NO.
1800-1200-00-123

AMMONIOCENTESIS - FOR DETECTION OF ABNORMALITY OF FOETUS BY
Dr. VINAYAK DAS

**OPD WILL BE CLOSED ON THURSDAY & SUNDAY**
**FOR AMBULANCE CONTACT-Mr. ASIT, M : 9832035221**

# RAMKRISHNA IVF CENTRE

(A Unit of True Value Fertility Care Pvt. Ltd.)
Nazrul Sarani, Pakurtala More, Ashrampara, Siliguri | Contact No. 74073 24618

**DR. RITUPARNA DAS** M.D.
INFERTILITY SPECIALIST

**Facilities Available :**

IVF | IUI | OVUM DONATION | EGG SHARING | EMBRYO DONATION
ICSI | TESA | PESA | SURROGACY | SEMEN BANK | EMBRYO FREEZING
SEMEN ANALYSIS | ULTRASONOGRAPHY FOR IVF, IUI

PLEASE FEEL FREE TO CONTACT FOR ANY QUERY
RECEPTION : 80160 84200, 97332 77777, TOLL FREE NO. 1800120000123
NAZRUL SARANI, PAKURTALA MORE, ASHRAM PARA, SILIGURI
email : ramkrishnanurshinghome@yahoo.in/ drgbdas_rknh@yahoo.co.in | website : www.nrkss.com

ভ্রমন

# চলো যাই বেনারস

অদিতি পি চক্রবর্তী

(বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, ঠিকানা ভক্তিনগর চেক পোস্ট, শিলিগুড়ি)

উত্তরপ্রদেশের সব থেকে বিখ্যাত শহর বারানসী, একে বেনারস বা কাশীও বলা হয়ে থাকে। অত্যন্ত পবিত্র বেনারসের ভূমি,গঙ্গার পবিত্র ধারা বয়ে চলেছে, বাবা বিশ্বনাথের চরন খানি ছুঁয়ে। হর হর মহাদেব-- ভক্তের প্রাণভরা ডাক যেন হাজার শঙ্খ একসাথে বেজে ওঠে। তাইতো সদা জাগ্রত এখানে মহাদেব !

বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়াটি সোনায় মোড়া ।অপরূপ তার জ্যোতি।

বিশ্বনাথ মন্দিরের একদিকে রয়েছে জ্ঞানব্যাপি মসজিদ। যা বর্তমানে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। হিন্দুরা দাবি করছেন এই মসজিদে শিবলিঙ্গ রয়েছে, আর নন্দী মহারাজ ওই দিকেই চেয়ে বসে রয়েছেন তার প্রভু মহাদেবের প্রতীক্ষায়। বিষয়টি এখন আদালত দেখছে। বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছেই রয়েছে মা অন্নপূর্ণার মন্দির।

যুগে যুগে মহাপুরুষেরা এখানে এসেছেন, মহামিলনের এ

আঙিনায় মহামিলনের বানী তারা প্রচার করে গেছেন। ‘‘সম্পূর্ণ সমর্পন’’ জীবাত্মার মুক্তির পথ--শেষ আশ্রয়-- তাই বুঝি ‘‘বার্ধক্যের বারানসী’’।

বেনারসে প্রত্যহ গঙ্গার বুকে সন্ধ্যা আরতি অপূর্ব ও অতুলনীয়। এখানে অনেক ঘাট রয়েছে। তারমধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাট প্রধান। এখানে মনিকর্নিকা ঘাট হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। দেবী সতির কর্ণ কুন্তল এই ঘাটেই নাকি পতিত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় কর্ণ-কুন্তলকে মনিকর্ণ বলা হয় ।হিন্দুরা বিশ্বাস করেন এই ঘাটের শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করলে মুক্তি লাভ হয়।

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান বেনারস-- হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বেনারস ঘরানার উৎপত্তি এই শহরে। বেনারসে কাশি-বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার প্রাচীনতম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি।

বেনারসের বেনারসী শাড়ি খুবই বিখ্যাত, বাঙালিদের বড়োই প্রিয়। বেনারসি শাড়ির অনেক কারখানা বা লুম রয়েছে বেনারসে। অপূর্ব জরির কারুকাজ, নানারকম নকশা, নানা রঙের যা কিনা শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় অপরুপ হয়ে ওঠে। আগে সোনারুপোর কাজ দেখা যেতো শাড়িতে। এই শিল্পকে রক্ষা করতে সরকার বর্তমানে অনেক উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। এছাড়া বেনারসের পান রাবড়ি কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি বিখ্যাত। বহু দর্শনীয় স্থান এখানে রয়েছে--

বিস্তারিত জানতে এবার বেনারস যাওয়া যেতেই পারে।

জয় বিশ্বনাথের জয়---

হর হর মহাদেব।

# খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355

Monthly Magazine

Vol. VI Issue-4

1st October-31st Octoberr 2022 Kali Puja

ষষ্ঠ বর্ষ-সংখ্যা-৪ দীপাবলি

৬ই কার্ত্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৪শে অক্টোবর ২০২২ দীপাবলি

দাম ঃ ২০ টাকা


উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ

করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী)
ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (সমাজকর্মী)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)
সামসুল আলম (শিক্ষক)
বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী)
সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া)
নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী)
অশোক রায় ( শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী)



**Editor : Bapi Ghosh**
**Sub Editor : Arpita Dey Sarkar**
**Cover : Sanjoy Kumar Shah**
**Laser Typing : Bapi Ghosh**

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।



**KHABARER GHANTA**
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)



এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব

সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।


## সূচীপত্র


চলো দেখে আসি তাজমহল............অদিতি পি চক্রবর্তী..............০৩
ভালো থাকতে হলে দূষণ কমাতে হবে..ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল...........০৫
মা রক্তবর্ণের, জ্ঞানদায়িনী.....স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ................০৭
যে কালী সেই কৃষ্ণ, যে কৃষ্ণ সেই কালী...স্বর্গীয় অমর দত্ত.........০৮
দূষণ মুক্ত পরিবেশ চাই.........................মৃনাল পাল (মনা).........১৩
কালী কথা.........................অনিল সাহা.....................................১৫
শ্যামা সঙ্গীতে মাতৃ আরাধনা.....পাঞ্চালি চক্রবর্তী........................১৭
মহাশক্তি ও বিজ্ঞান.........................নির্মলেন্দু দাস......................১৯
পর্যটক ভর্তি পাহাড়ে.........................বাপন মণ্ডল......................২০
আলোড়ন.........................রিতু সূত্রধর.....................................২১
মায়ের আগমন.........................অর্পিতা দে সরকার....................২২
প্রকৃতির রোষে উৎসব.........................সুমিত্রা পোদ্দার...............২২
জবা ফুলের বাজার.........................রণপদ সেন.........................২৩
এখনও সময় আছে, মহানন্দা নিয়ে ভাবুন..জ্যোৎস্না আগরওয়ালা.......২৪
শ্যামা পুজোর ওপর শিলিগুড়ি পশ্চিম আশ্রমপাড়ার সঙ্গীত শিল্পী বিপ্লব সরকার রচিত দুটি গান...........................................২৮
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা...........মুসাফীর...........২৯
পরিবেশ রক্ষা করুন..................দেবরাজ ঘোষ.........................৩১
ডেঙ্গু থেকে সতর্ক থাকুন গর্ভবতী মায়েরাও..ডাঃ জি. বি. দাস....৩২
মহানন্দাকে ভালো রাখুন....................................রমেশ শা.......৩৪
সুরের ঝঙ্কারে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাই...মিতালি ঘোষ.........৩৫
**কালীর উপাসনা চাই নিষ্ঠা সহকারে** ...........বিষ্ণুপদ ঘোষ......৩৬
**বাজির আগুন থেকে সাবধান**...........শিবেশ ভৌমিক...............৩৭
**চলো যাই বেনারস**.................অদিতি পি চক্রবর্তী.................৪০


**ঃঃ কবিতা ঃঃ**


রক্ষা করো মা.........................গোপা দাস.................................২৪
জেগে থাকা পাখি.........................মুকুল দাস............................২৪
পরিবেশ সচেতনতা চাই........নির্মল কুমার পাল........................২৫
খুশি.........................রিয়া মুখার্জী..............................................২৫
গরীব ধনীর ব্যবধান.........................মুকুল দাস.......................২৬
কে বলছে ওরা কথা রাখেনি......চন্দ্রচূড়....................................২৬
আবর্তে.........................অলোক চক্রবর্তী..................................২৬
দীপাবলি.........................ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল...............................২৭
প্রতিবাদী বিশ্ব.........................অলোক চক্রবর্তী........................২৭
রাত শেষ....................................শুভজিৎ বোস.....................৩৫
**সম্প্রীতির বার্তা**.................চিত্তরঞ্জন সরকার............................৩৮
**গল্পের যত ছবিগুলি**...............সুনির্মল চক্রবর্তী......................৩৯


**ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ**


অন্ধকারে আলো, জন্মদিনে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তির মুখে হাসি..................................................২৩
শিলিগুড়ি হায়দর পাড়ায় যুব সংঘের পুজো...............................৩১
**প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ও কবি নির্মলেন্দু দাস**.................................৩৮
**পুজোর মুখে ক্ষুদ্র চা চাষীদের সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপক প্রয়াস শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে**.......................৩৯

## অমৃত—কথা

### 'সংসর্গ'

'সংসর্গ'এর অর্থ ব্যাখা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, " আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা যদি পরিস্কার হাতে ধরা পড়ে তবে তা পান করার জন্য যথেষ্ট বিশুদ্ধ। যদি এটি নর্দমায় পড়ে তবে এর মূল্য এতটাই কমে যায় যে এটি আপনার পা ধোয়ার জন্যও ব্যবহার করা যায় না। যদি এটি একটি উত্তপ্ত পৃষ্ঠে পড়ে তবে এটি বাস্প হয়ে যাবে--- এটি একটি পদ্ম পাতায় পড়লে এটি মুক্তোর মতো জ্বলে এবং অবশেষে এটি একটি ঝিনুকের উপর পড়লে এটি একটি মুক্তো হয়ে যায় --- ফোঁটা একই, তবে এর অস্তিত্ব এবং মূল্য নির্ভর করে এটি কার সাথে যুক্ত তার উপর।" --সর্বদা এমন লোকদের সাথে যুক্ত থাকুন যার হৃদয়ে ভাল---আপনি নিজের অভ্যন্তরীন রূপান্তর অনুভব করবেন।"— **শ্রীঅরবিন্দ**

## সম্পাদকীয়

# অন্ধকারে প্রদীপ

একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিগত কিছুদিন ধরে আমরা সময় পার করছি। বিগত দুবছর করোনা সব লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। বহু প্রাণ চলে গিয়েছে। অনেকের চাকরি নেই। আর্থিক মন্দা বিশ্ব জুড়ে চলছে। তারমধ্যেই যুদ্ধ। তথাকথিত অপদার্থ রাষ্ট্রনায়কদের যুদ্ধের অশুভ নেশা বিশ্বকে আরও ভয়ঙ্কর অবস্থায় ঠেলে দিচ্ছে। যুদ্ধে যে শুধু বহু মানুষের প্রান চলে যাচ্ছে তাই নয়, যুদ্ধের জেরে বিশ্ব জুড়ে বহু গরিব অসহায় মানুষরা আরও অসহায় হয়ে পড়ছে। গরিব দেশগুলোর সঙ্কট বাড়ছে। কেননা জিনিসপত্রের দাম বহু হু করে বাড়ছে। তার সঙ্গে প্রকৃতি রুষ্ট হয়ে উঠছে। সাইক্লোন, সুপার সাইক্লোন সহ অন্য অনেক আবহাওয়া বিপর্যয়। হড়পা বান যে কি ভয়ঙ্কর তা সম্প্রতি পুজোর বিসর্জনের দিন দেখা গিয়েছে। আট জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে মাল নদীতে। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব ভয়াবহভাবে শুরু হয়েছে। এসবেরই মূলে মানুষ। মানুষ বিজ্ঞানকে উন্নত করছে, অবশ্যই করুক। বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে সভ্যতা এগোতে পারে না। কিন্তু মূল্যবোধ কোথায়? শুধু জড় বাদ বা ভোগ বাদকে সঙ্গে নিয়ে চললে হবে না। ধরতে হবে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার কিছু ভালো দিক। গ্রহন করতে হবে কিছু নীতি আদর্শ। আর সেই সব নীতি আদর্শ গ্রহন করলেই হবে না, তা কার্যকর করতে হবে। নগরায়নের জন্য হু হু করে গাছ কাটা হয়েছে। কিন্তু একটি গাছ কাটার বিকল্প হিসাবে দশটি বৃক্ষরোপনের নীতি কেন কার্যকরা করা হয়নি? পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক প্রানী। বাস্তু তন্ত্রে প্রভাব পড়ছে ভয়ানকভাবে। এরকম চলতে থাকলে মানুষইতো হারিয়ে যাবে।

শারদীয়া পার হয়েছে। এবার মহাশক্তির আরাধনায় আমরা ব্রতী হয়েছি। অন্ধকার থেকে আলোর উৎসব পালন করবো আমরা। তার সঙ্গে ছট পুজোও রয়েছে। সব পুজো উৎসবই আসলে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। কিন্তু আমরা উৎসবের নামেও প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে প্রকৃতি বিরুদ্ধে অসুরের মতো কাজ করছি।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই রইলো প্রার্থনা। যারা খবরের ঘন্টার দীপাবলি সংখ্যায় লেখা দেওয়া থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পত্রিকা প্রকাশনাও এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। দাম বেড়েছে কাগজের, দাম বেড়েছে ছাপাখানার। তাই যারা বিষয়টি উপলব্ধি করে পত্রিকার কাজকে এগিয়ে দিতে বিশেষভাবে সহায়তা করছেন তাদের প্রতি আরও একবার কৃতজ্ঞতা। সকলের প্রতি দীপাবলি , শ্যামা পুজো ও ছট পুজোর শুভেচ্ছা রইলো আবারও।

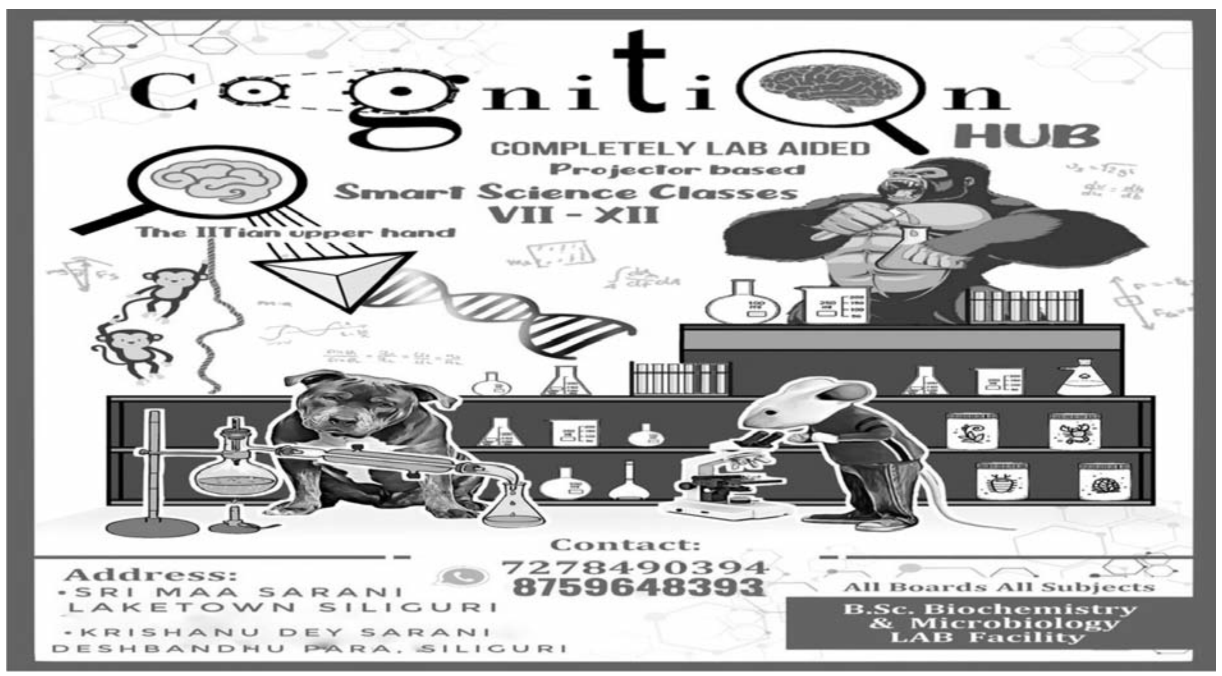




# পুজোর মুখে ক্ষুদ্র চা চাষীদের সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপক প্রয়াস শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ তাদের কেও আগে ধান বা আলু চাষ করতেন। এখন সেসব ছেড়ে তাঁরা চা চাষে মন দিয়েছেন। শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির বুডাগঞ্জ ও তার আশপাশে ক্ষুদ্র চা চাষীদের সার্বিক উন্নয়নের প্রয়াস শুরু হয়েছে। গ্রামের চাষীরা চা চাষের মাধ্যমে যাতে তাদের রোজগার আরও বাড়িয়ে উন্নত জীবনধারন করতে পারেন তারজন্য তৈরি হয়েছে তরাই টি ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেড। ভারতীয় চা পর্ষদের তত্বাবধানে তরাই অঞ্চলের ক্ষুদ্র চা চাষীদের উন্নয়নে এই প্রথম এক প্রয়াস শুরু হয়েছে। ২০২২ সালের ১৯ জুলাই কার্যত সরকারিভাবে এই কোম্পানির অনুমোদন হয়। তিনশ ক্ষুদ্র চা চাষী এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

গত ২৭ আগস্ট শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজে ওই কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ।সেখানে শিলিগুড়িস্থিত চা পর্ষদের উপ অধিকর্তা সুবীর হাজরা, শিলিগুড়িস্থিত চা পর্ষদের উন্নয়ন অধিকর্তা তন্ময় দে, শঙ্কর দাস ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ লং লার্নিং অ্যান্ড এক্সটেনশন বিভাগের অধ্যাপক শুভ্রাংশু সাঁতরা ছাড়াও বুড়াগঞ্জের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান চম্পক রায়চৌধুরী , খড়িবাড়ির গ্রাম প্রধান সুকি তির্কী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ওই টি ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানির ডিরেক্টর পুস্পজিৎ সরকার, কার্তিক বর্মন, রাহুল চক্রবর্তী,শ্যামল শীল, দিলীপ সিংহ, ফার্স্ট শেয়ার হোল্ডার বাবলু বর্মন , সরকার, জন্মজয় রায়, রাকেশ সিংহ, চম্পক রায়চৌধুরী এবং এলাকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র চা চাষী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় চা পর্ষদের তরফে ক্ষুদ্র চা চাষীদের সার্বিক উন্নয়নের ওই প্রয়াসকে প্রশংসা করা হয়। চা পর্ষদ থেকে এই কাজে বিভিন্ন সহযোগিতার কথাও জানানো হয়। শিক্ষক তথা সমাজসেবী পুস্পজিৎ সরকার প্রথম ক্ষুদ্র চা চাষীদের উন্নয়নে প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে এই কোম্পানি খোলার জন্য উদ্যোগ নেন। তাঁর সেই উদ্যোগ এলাকায় এক বিরল ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এলাকায় জাগৃজোত এবং ভোটাগছে শুধুমাত্র চা এর ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট ভিলেজও তৈরি হচ্ছে। ডিরেক্টর পুস্পজিৎ সরকার জানিয়েছেন, এরপর তাঁরা তাঁদের কোম্পানির প্রসেসিং ইউনিট খোলার প্রক্রিয়া শুরু করবেন। কাঁচা চা পাতা সংগ্রহ করে তা প্রসেসিং এর পর বিপণন করা হবে যাতে ক্ষুদ্র চা চাষীরা আরও দাম পান চা এর।

# গল্পের যত ছবিগুলি

সুনির্মল চক্রবর্তী

(জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশু সাহিত্যিক, কলকাতা)

খুঁটিতে হেলান দিয়ে একখানা চাটাই-এর পরে বসে,
গুরু মহাশয় বসেই থাকেন ঝরাপাতা যায় খসে।
বাঁশের খুঁটির অংশ মাথার তেল লেগে গেছে পেকে,
বিকেল বেলায় রাজু রায় আসে পথ হেঁটে এঁকেবেঁকে।
গ্রামের পালিত মশাই আসেন বেশতো গল্প হয়,
বড়োদের কথা অপু শোনে রোজ মনে জাগে বিস্ময়,
রাজা রায় মহা শয় এক বার আষাঢুর এক হাটে,
তামাক দোকান খুলে তারপর পড়েছেন বিভ্রাটে।
বর্ষার রাতে টিপটিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে ঝরে,
গল্পের যত ছবিগুলি যেন চারপাশে শুধু ঘোরে।
পেছনে ডোবায় ব্যাঙ ডেকে যায় মনে নেই কোনো ভয়,
বড়ো হলে অপু তামাক-দোকান খুলবেই নিশ্চয়ই।
গল্পগুজব এক-একদিন অতিভারী মনে হয়
ও পাড়ার থেকে যেদিন আসেন সান্যাল মহাশয় ।
সামান্য হোক -গল্প বলার -ক্ষমতা যে আছে তাঁর
দেশ ভ্রমনের গল্প যে তিনি বলেন চমৎকার।

*সূত্র ঃ আম আঁটির ভেঁপু*

# প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ও কবি নির্মলেন্দু দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া শরৎ পল্লীতে বাড়ি প্রতিভাবান কবি ও বিজ্ঞানী নির্মলেন্দু দাসের। তিনি আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি। তাছাড়া তিনি আকাশবাণীর একজন অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে তাঁর বিজ্ঞানসাধনা। কমপ্লিট ইউনিফায়েড থিওরির ওপর তাঁর গবেষণা চলছে। নাসার বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁর গবেষণার বিষয় পৌঁছে গিয়েছে নাসার বিজ্ঞানীরা তাঁর গবেষণার বিষয় দেখে মুগ্ধ। জার্মানি থেকেও নির্মলেন্দুবাবুর বই প্রকাশিত হয়েছে। একটি আলোর কণার সঠিক ওজন নির্নয় করে মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে জার্মানি থেকে। আত্মা ও মন নিয়েও তাঁর এক যুগান্তকারী বই প্রকাশিত হয়েছে। রহস্যের গভীরে গিয়ে মৌলিক উত্তর খুঁজতে তাঁর সব বই সত্যি দাগ কাটার মতো। তিনি লিখেছেন অন্তহীন বেদনা। জীবনের সব জটিলতা, মানুষের অবসাদ সহ নানা প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন অন্তহীন বেদনা বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে। সেই বইও কিন্তু অনেকের কাছে আলোচ্য বিষয়। সেই বই পড়ে অনেক মানুষ ভালোও আছেন। তাঁর কবিতার বই এই মন্দিরের মা আমি , সিকি পয়সার কবিতা পাঠকমহলে বেশ আগ্রহ তৈরি করেছে। অত্যন্ত গুণী মানুষ হলেও নির্মলেন্দুবাবুর জীবন যাত্রা বেশ সহজ সরল অনাড়ম্বর। অত্যন্ত মিষ্টভাষীও তিনি। এইরকম গুণী প্রতিভাবান ব্যক্তিকে সরকারি কোনো পুরস্কার দেওয়ার দাবি উঠেছে।

# সম্প্রীতির বার্তা


চিত্তরঞ্জন সরকার

(স্কুল শিক্ষক, ঘোঘোমালি, শিলিগুড়ি )

মালিকরূপে ছিলেন যখন সৃষ্টিকর্তা নিজে,
স্বর্গ মর্ত পাতাল ছিল তাঁরই করায়ত্বে
দিন রাত, জন্ম মৃত্যু সবই তাঁর সৃষ্টি,
মানুষ অমানুষ , ধর্ম-অধর্ম সকলেতেই তাঁর দৃষ্টি।

আদি মানব মনোনয়ে প্রেরণ করলেন আদমেরে,
স্বর্গের ভার দিলেন তারই উপরে,
সকল খাদ্য ভোগ-উপভোগ করলেন তিনি,
বাধা থাকল শুধু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খানি।
প্ররোচনার শিকার হয়ে লঙ্ঘিলেন স্রষ্টাকে,
শাস্তিবর পেলেন আদম সরাসরি মর্তে,
নিক্ষেপিত হলেন তিনি, নিয়ে দুঃখের ডালি,
অনাচার, অধর্মে মর্ত ভরল, দিয়ে ধর্মকে বলি।

হিন্দু-মুসলমান মোরা একই স্রষ্টার সন্তান,
মানব বন্ধনে জুড়ো, দিয়ে আত্ম বলিদান,
ছড়াও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, সম্প্রীতির বার্তা,
খুশি হবেন জগৎ স্রষ্টা সকলের পিতা।

# চলো দেখে আসি তাজমহল


অদিতি পি চক্রবর্তী

(সঙ্গীত শিল্পী, ভক্তিনগর চেক পোস্ট)

ছোটবেলা থেকেই তাজমহল দেখার ইচ্ছে ছিলো মনে, বাবার কাছে অনেক গল্প শুনেছি, আর ইতিহাস পড়ে আরো অনেক কিছু জেনেছি। অনেকবার চেষ্টা করেও আগ্রা যাওয়া হয়ে ওঠেনি, এবার এটা সম্ভব হলো। দিল্লি থেকে একটা গাড়ি নিয়ে আগ্রায় তাজমহল দেখতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। মেঘলা আকাশ ও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছিল। যেখানে গাড়ি রাখার জায়গা রয়েছে, সেখান থেকে তাজমহল যেতে মিনিট দশেক সময়লাগে, আমরা একটা অটো করে তাজমহলের কাছে গিয়ে পৌঁছালাম।

পর্যটকদের পরীক্ষানিরীক্ষা করে তবেই যেতে দেওয়া হচ্ছিলো ভেতরে। প্রচুর পুলিশ কর্মী সেখানে রয়েছেন, কড়া পাহারা। ক্যামেরা ও মোবাইল নিষিদ্ধ নয়। রোজই এখানে অনেক পর্যটকের ভিড় থাকে, এদিন অনেক বিদেশি পর্যটক চোখে পড়লো। তারা তাজমহলের সৌন্দর্য তাদের ক্যামেরায় বন্দি করছিলেন।

তাজমহলের সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না--মুঘল

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ ‘‘মহাসাহিত্য’’

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড ● অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

**Endless Pain - 1st Part.**

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ ‘‘ আত্মা ও মন(গাণিতিক বিশ্লেষণ)’’ সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
**লেখক : নির্মলেন্দু দাস**
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

স্থাপত্যশৈলীর একটি আকর্ষনীয় নিদর্শন বলে মনে করা হয়। অসাধারণ মিনাকারীর সাদা মার্বেল পাথরের ওপর আগে চুনি, পান্না, পোখরেজ এ সকল রত্ন খচিত ছিল তাজমহলের বাইরে ও ভেতরের দেওয়ালে, ইংরেজ আমলে সব দামি রত্নগুলো ব্রিটিশরা দেওয়াল থেকে খুলে নিয়ে যায়। তবুও তাজমহলের সৌন্দর্যে ভাটা পড়েনি।

সম্রাট শাহজাহান তাঁর প্রিয় পত্নী মমতাজের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই অপূর্ব সৌধটি নির্মান করিয়েছিলেন। ''তাজমহল'' শাহজাহানের প্রেমের প্রতীক। চৌদ্দতম সন্তান জন্ম দেবার সময় নাকি মমতাজের মৃত্যু হয়।

যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত এই তাজমহল। এর ভেতরে যেতে গেলে এক ধরনের মোজা পায়ে পড়তে হয়,জুতোর ওপর দিয়েও মোজা পড়া যায়, নাহলে খালি পায়ে ভেতরে ঢুকতে হবে,কারণ তাজমহলের ভেতরটা যাতে পরিস্কার থাকে।

তাজমহলের ভেতরে রয়েছে শাহজাহান ও মমতাজের সমাধি--সমাধির ওপর একটা পুরনো দিনের ঝাড়বাতি ঝুলছে, ইংরেজরা নাকি এই ঝাড়বাতিটি লাগিয়ে ছিল। বাতাস চলাচল করার জন্য সুব্যবস্থা রয়েছে, যা দেখে বিস্ময় জাগে।

অপূর্ব হাতের কাজ সর্বত্র, প্রতিটি স্থানে। মহলের একদম নিচে যাওয়ার জন্য কাঠের সিঁড়ি রয়েছে, যা কিনা এখন বন্ধ, বিশেষ দিনে কখনো খোলা হয়ে থাকে। কিছু বন্ধ দরজাও চোখে পড়লো। তাজমহলের সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান রয়েছে। এই তাজমহল তৈরি হতে দীর্ঘ বাইশ বছর লাগে, এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। রাজকোষেও টান পড়েছিল। কথিত আছে এই তাজমহল নির্মানকারী শ্রমিকদের নাকি হাত কেটে দেওয়া হয়, যাতে পুনরায় তারা এরুপ স্থাপত্য নির্মান না করতে পারেন, লোকমুখে এমনিই কথা শোনা যায়। পূর্ণিমারাতে চাঁদের আলোয় তাজমহল অপরুপা হয়ে ওঠে, সময়ে তার রঙ বদলে যায়।

''আহা! কি দেখলাম,জন্ম জন্মান্তরেও ভুলবো না'' এমনই অনুভূতি জাগে--।

দুলাইন গান লিখেই ফেললাম---''মমতাজ ঘুমায় সমাধির মাঝে,/ ভাঙ্গে না সে কেনো ঘুম আমার প্রিয়ার,/ বয়ে যায় সময়, জানি না/কখন, দুনয়নে অশ্রু দিলে উপহার''।

তাজমহলের পাশ দিয়ে যে যমুনা নদী বইছে--, তাজমহলের ওপর থেকেই তা দেখা যায়। তাজমহল নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়তো রয়েছে,তবুও বলবো সম্রাট শাহজাহানের অপূর্ব অসাধারণ কীর্তি এই তাজমহল, বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্য-।


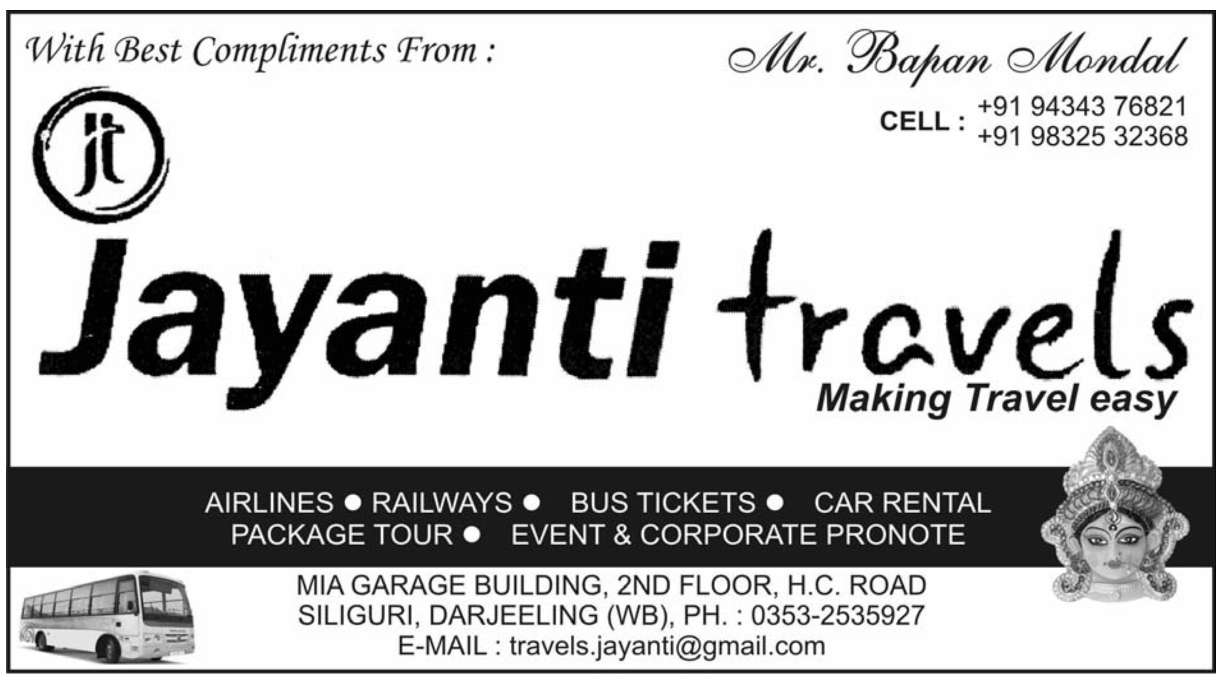





# বাজির আগুন থেকে সাবধান


শিবেশ ভৌমিক

(সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি মহকুমা )

সকলকে কালী পুজো এবং দীপাবলির শুভেচ্ছা। চারদিক আলোকিত হোক। বিদায় নিক সব অন্ধকার। সবাই ভালো থাকুক, এটাই থাকছে প্রার্থনা। শিলিগুড়ি মহকুমার সীমান্তবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো বিধাননগর। ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়া এখানে অনেক চা বাগান রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে আনারস বাগান। বিধাননগরের আনারস জগৎ বিখ্যাত। এই বিধাননগরে এবারে কালী পুজো হচ্ছে ২৫টি। এরমধ্যে যুব সংঘের পুজোর কথা উল্লেখ করতেই হয়। কালী পুজোতে মিস্টির দোকানগুলোতে ভালোই ব্যবসা হয় এখানে। আর একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয়, তা হলো শব্দ বাজি যেন এবারও না ফাটানো হয়। সকলের কাছে আবেদন, শব্দ বাজি থেকে পরিবেশ দূষিত হয়। অনেক বাড়িতে রোগী রয়েছেন। অনেক অসুস্থ মানুষ রয়েছেন। তারা শব্দ বাজির দাপট সহ্য করতে পারেন না। শব্দ বাজি ফাটলে এইসব মানুষগুলো আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাছাড়া শব্দ বাজিতে পশু পাখিরও অনেক অসুবিধা হয়। এবারে দুর্গাপুজোর বিসর্জন কার্নিভালের সময় রায়গঞ্জের একটি ঘটনা সকলের নিশ্চয় মনে রয়েছে। রায়গঞ্জ শহরে বিসর্জনের সময় একটি পুজো কমিটির কিছু সভ্য শব্দ বাজি ফাটাতে থাকলে একটি বলদ তা সহ্য করতে পারে না। বাজির শব্দ অসহ্য মনে হওয়ায় সেই বলদ ভিড়ের মধ্যে দাপাদাপি শুরু করে। আর তাতে বেশ কিছু মানুষ আহত হন। বাজি থেকে অনেক বিপদ আসতে পারে। তাই সাবধান। তবে শিশুরা যদি ফুলঝুড়ি ইত্যাদি পোড়ায় তাতেও সাবধানতা চাই। কেননা আগুন । আগুন থেকে সতর্ক হয়েই সাবধানে বাজি পোড়াতে হবে। শিশুরা বাজ পোড়ানোর সময় অভিভাবকরা সঙ্গে থাকলে ভালো। সবাই সুস্থ থাকুন, শান্তিতে থাকুন, ভালো থাকুন এটাই আমার এই সময় মূল বার্তা।

জীবনের সমৃদ্ধির মূলে আগাগোড়াই থেকে গেছে অগ্নি বা আলোকের স্পর্শ। কবিগুরু তাই বোধ হয় বলেছেন-- '' আলোকের এই ধর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও/--আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও/ মনের কোণের মলিনতা সব দীনতা ধুইয়ে দাও।''অগ্নি তথা আলোর স্ফুরনের বিবর্তিত রুপই হল এই দীপাবলি উৎসব। আসলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের পথ ধরেই যুগ যুগ ধরে হেঁটে চলেছে সভ্যতা, তার প্রমান মিলেছে বহু ক্ষেত্রে। অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকেই দীপাবলি সারা দেশ জুড়ে পালন করা হয়েছে। এটা সর্বস্তরের মানুষের আনন্দ উৎসব। এই আধুনিক যুগেও বহু দেশ, সমাজ ভেঙে যাওয়া বা গড়ে ওঠার পরও দীপাবলি উৎসব আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। দীপাবলি আজও আলোর উৎসব, খুশির উৎসব। এ যেন আমাদের দেশের এক কালজয়ী সংস্কৃতির নিদর্শন। আসুন সবাই মিলে এই আলোর উৎসবে মেতে উঠি জগৎকে ভালোবেসে।


## শুভজিৎ বোস

(শিক্ষক, নকশালবাড়ি। )

মোবাইল ঃ ৯৮৫১২-০৪০৩২

# কালীর উপাসনা চাই নিষ্ঠা সহকারে

বিষ্ণুপদ ঘোষ

চারদিকে এখন ভয়ঙ্কর অমাবস্যা। চারদিকে এখন মৃত্যুর খবর। হড়পা বানে মৃত্যু, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত্যু। আর ঘন ঘন পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু লেগেই রয়েছে। তার সঙ্গে রোগভোগে মৃত্যুতো আছেই। করোনার পর ডেঙ্গুতেও লোক মারা যাচ্ছে। মানুষ মরনশীল। মৃত্যুতো প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। জন্ম নিলে মৃত্যুতো হবেই। মৃত্যু আছে বলেই জীবনের এত গুরুত্ব। তবে সকলকে যে একদিন চলে যেতে হবে মায়া ছেড়ে তা বলাই বাহুল্য। অথচ আমরা মৃত্যুর মতো সত্যকে সহজে মেনে নিতে চাই না। সংসারে পুরোপুরি আসক্তি অবস্থায় আমরা দিন কাটিয়ে চলেছি। ভোগ কাম কাঞ্চন আমাদের গ্রাস করে নেয়। ফলে বিষয় সম্পত্তি বা অন্য কামনা বাসনা থেকে আমাদের যত অশান্তি, লড়াই। কিন্তু এসব স্রেফ মায়ার খেলা। তাই তাই কালী সাধনা। কলিতে কালীই পারে আমাদের মুক্তি দিতে। মৃত্যু, সময় ও পরিবর্তনের কর্তা হলেন কালী। জয় মা কালী। জয় মা কালীর জয়। কালী অশুভ শক্তির বিনাশ করেন। কালীই পরম ব্রহ্ম। মা যেমন সন্তানের মঙ্গল চান, কালী মাও তেমনই জীবের কল্যান চান। কালী মঙ্গলময়ী। বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির আদি কারণ কালী। কালীর অনেক নাম। দক্ষিন, সিদ্ধ, গুন্য,ভদ্র, শ্মশান, রক্ষা ও মহাকালী। কাল শব্দের মানে হলো নির্ধারিত সময় ও মৃত্যু। কাল অর্থাৎ সময়কে কলন মানে রচনা করেন যিনি তিনিই কালী মানে কাল যোগ ঈ। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে যে কাল সর্বজীবকে গ্রাস করে সেই কালকে আবার যিনি গ্রাস করেন তাঁকেও কালী বলা হয়। যিনি আকুল হয়ে মা কালীকে ডাকবেন তাকে রক্ষা করতে মা বার বার আবির্ভূত হবেন। মা তার ভক্তদের দশ হাতে রক্ষা করেন। মাকে কেউ ডাকে আর্থিক উন্নতির জন্য আবার কেউ ডাকেন সন্তানের জন্য, রোগ , শত্রু দমন ইত্যাদি নানা কারণে ভক্তরা মাকে ডেকে থাকেন।

সকলকে শুভ দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা --

**লক্ষ্মন সাহা**

সম্পাদক

সকলের কাছে বিশেষ আবেদন --

ডেঙ্গু নিয়ে সতর্ক থাকুন। কোথাও কেউ যাতে জল জমিয়ে না রাখে সেদিকে নজর রাখুন। পরিস্কার জমা জলে ডেঙ্গু মশার বংশ বৃদ্ধি ঘটে। ডেঙ্গু থেকে সতর্ক থাকতে মশারি ব্যবহার করুন। ফুলের টব থেকে পুরনো টায়ার যেখানেই হোক কোথাও জল জমতে রাখতে দেবেন না। বাড়ির চারপাশ পরিস্কার রাখুন।

শিলিগুড়ি সুকান্ত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব

সুকান্ত নগর অটো স্ট্যান্ড, শিলিগুড়ি।




# ভালো থাকতে হলে দূষন কমাতে হবে

ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল

আমরা দুর্গাপুজো পার করেছি। দুর্গা পুজো আমাদের দেখায়, সত্যের জয় অসত্যের পরাজয় । সামনে আরও উৎসব আসছে। কালী পুজো, ছটপুজো। আমাদের এই সময় পরিবেশের কথা মাথায় রাখতে হবে। পরিবেশের কথা ভেবেই আমাদের এইসব উৎসব করতে হবে। দূষনও বহু প্রকার। প্রত্যেককে প্রতিপদে সাবধান হতে হবে, আমরা কোনো দূষন করে ফেলছি কিনা। এই সচেতনতা সবার মধ্যে এলেই আমরা সফল হবো। যেমন ধরুন বায়ু দূষন রয়েছে, আলো দূষন রয়েছে, জলের দূষন আছে। শব্দ দূষন আছে, মাটি দূষন আছে। এমনকি আজকাল বলা হয় হিউম্যান পল্যুশন বা চারিত্রিক দূষনও রয়েছে। সব দূষন থেকেই আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সব দূষনই প্রতিরোধ করতে হবে। সবসময় বলা হয় প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। আমরা যদি পৃথিবীকে দূষন মুক্ত করে রাখতে পারি তবে অনেক রোগ থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো। যেমন ধরুন

ক্যান্সার। আমরা যদি দূষন ঠেকাতে পারি তবে অনেক ক্যান্সার আটকাতে পারি। ওরাল ক্যান্সার, লাং ক্যান্সার অনেক কমানো যাবে। ফুসফুসের অনেক রোগ কমে যাবে দূষন কমলে। খাদ্যে দূষন ঠেকাতে পারলে অনেক রোগ কমবে। শব্দ দূষন ঠেকালেও অনেক রোগ কমবে। দীপাবলির সময় শব্দ দূষন হয়। গাড়ি চালানোর সময় বিনাকারনে যাতে হর্ণ ব্যবহার না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে আমাদের। মাটি দূষনও একটি সমস্যা। মাটি দূষিত হতে থাকলে ফসল উৎপাদান বা চাষবাসে সমস্যা তৈরি হবে। আমাদের মাটি কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মাটিকে বাঁচালেই কিন্তু শস্য বেশি পরিমানে উৎপাদন করতে পারবো। অল্প জায়গায় বেশি শস্য উৎপাদন করতে পারলে বিশাল জনসংখ্যাকে খাবার আমরা দিতে পারবো ভালোভাবে। কম জায়গায় ভালো ফলনশীল শস্য নিয়ে আসতে হবে। এরপর বলি আলো দূষন সম্পর্কে। সোলার পাওয়ারের দিকে আমাদের ঝুঁকতে হবে।

তাই উৎসব আমরা অবশ্যই করবো। কিন্তু দূষন যাতে কম হয় সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। আমাদের উৎসবগুলো সব ঋতু ধরে। দীপাবলি আলোর উৎসব। অন্ধকার থেকে আলোর উৎসব এটি। দৃষ্টিহীন মানুষকে আমরা যদি আলো দেখাতে পারি তবে তা হবে বড় আলোর উৎসব। সবাই যদি মরনোত্তর চক্ষুদান করতে পারেন তবে বহু দৃষ্টিহীন মানুষ দৃষ্টি ফিরে পাবে। আমরা যাতে অন্ধকারের দিন না দেখি সেদিকে তাকিয়ে আমাদের চলতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সৎভাবে পরিশ্রম করে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে।

এবছর বাংলার পুজো বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলার উৎসব। সেই স্বীকৃতির কথা মাথায় রেখে আমাদের আরও বেশি করে আমাদের প্রতিভা মেধার বিকাশে নজর দিতে হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছা।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায়, তিনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।)

HOTEL
DOLLY PVT. LTD.

TOTAL NO. OF ROOMS-46
Check in and Check out time 12 Noon

INDIVIDUAL TARIFF

| Room Type | Single Occupancy | Double Occupancy |
| --- | --- | --- |
| AC Dolly Classic | 1600/- | 2000/- |
| Executive Dolly | 2000/- | 2400/- |
| Dolly Super Deluxe | 2500/- | 2800/- |
| Executive Suit | 3500/- | 3800/- |
| Executive Suit 409 | 4000/- | 4500/- |

FACILITIES

- Attach Bath with Hot & Cold Water
- Colour TV with Satellite Channel
- TV Programmes
- Room Service
- Elevator
- In House Generator
- Free Car Parking
- Laundry & Dry Cleaning
- Doctor on Call & Restaurant
- WIFI

"Extra Bed or Extra Person charge Rs. 500/-, Govt. Taxes & Service Tax not included in the Tariff

Aaheli

Multi Cuisine Restaurant
Credit Card, (All VISA & Master Cards Accepted)

Bidhan Road, Siliguri-734001, Ph. : 0353-2777223, 2640388 / 89, 0353-2777226
E-mail : hotel_dolly@yahoo.co.in, Website : www.hoteldollyin.com




# রাত শেষে

শুভজিৎ বোস
(স্কুল শিক্ষক, নকশালবাড়ি, ফোন ৮৬৭০৪৮৮০১০/৯৮৫১২০৪০৩২)

রাত শেষে শ্মশানের চিতা জ্বলছে নিভছে

আমি তখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে অজানা জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে,

বিষাদ অন্ধকারের রাস্তায় দেখলাম একদল মানুষ মশাল জ্বালিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কালরাত্রি ডিঙিয়ে, জানি তারা মানুষখেঁকো!

আমার বুকে ছোবল মারলো মুন্ডহীন লাশ!

দেখলাম পনেরো বছর আগে যাকে জ্যান্ত কবর দিয়েছিল নৃশংস উন্মাদ ঝড়,

সে কবরের গায়ে আজও রক্তের আলপনা দেয় মৃতলাশ বুকে কালো অমাবস্যা।

শেষ রাতে বিছানায় দেখি কাঁচা মাংস চিবোচ্ছে জর্জরিত মনুষ্যত্ব,

প্রতি রাতে দুটোর সময় আমার ঘুম ভেঙে যায়, দেখি বাইরে তাকিয়ে শ্মশানের মাটি কামড়ে রয়েছে ভেতরের সাহস!

সে ভয়ের জানালা আমি আজও ভাঙতে পারিনি পূর্ণিমার আলো পৃথিবী ভেজালেও।

স্বপ্নের সুখ-সিঁড়ি আজও আমাকে জড়িয়ে ধরে মৃত জ্যোৎস্নার আঙিনা মাঝে,

আমি হেরে যাই লাশেদের ফতোয়া হাতে রঙিন জীবন কুড়োতে কুড়োতে।

যে জ্যান্ত লাশ আমি সেদিন দেখেছিলাম ঘরের বারান্দার দেয়ালে পুঁতে দিতে,

সে স্বপ্নচারিনী প্রেমিকা হয়ে বিভৎস রুপে রোজ জড়িয়ে ধরে আমার যুবতী সংসার,

তার মধ্যে আজ নেই মানুষের রক্ত!

বরং সে আজ হয়ে উঠেছে যন্ত্রণা খুবলে খাওয়া লাশ মিছিলের সদস্যা।

তাকেও আজ হৃদয়ে আশ্রয় দিয়েই চলতে হয়, তা না হলেই আবারও অন্য মৃত্যু!

অথচ কেন যেন এখনও মনে হয় সে কি আমারও কোন ক্ষতি করতে পারে কোনদিন?

# সুরের ঝঙ্কারে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাই

মিতালি ঘোষ

শিলিগুড়ি সেভক রোড থেকে আমি মিতালি ঘোষ বলছি। আমি একজন সঙ্গীত শিল্পী। সকলকে দীপাবলি ও শ্যামা পুজোর শুভেচ্ছা। এই শুভ মুহূর্তে কিছু কথা জানাতে চাই। আমি একজন গৃহবধূ। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে আমার গান শেখা শুরু। ক্ল্যাসিক্যালে সিকসথ ইয়ার করেছি, রবীন্দ্র সঙ্গীত ফিফথ ইয়ার। তারপর আর পরীক্ষাগুলো দেওয়া হয়নি। আসলে যৌথ পরিবারে বিয়ে হয়ে আসা। ফলে সাংসারিক জীবনে অন্য অনেক কাজের চাপ চলে আসে। তবে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও গান আমার অক্সিজেন। এই সঙ্গীতকেও আমি ঈশ্বরের দান বলে মনে করি। ভক্তিমূলক গান থেকে শুরু করে আধুনিক, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত সবরকম গানই আমি গাই। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেই বেশি ভালো লাগে। গত ২৫শে বৈশাখে আমি একটি গানের গ্রপও তৈরি করেছি। নাম দিয়েছি গানে গানে আমরা কজন। শারদীয়ার সময় মহালয়ার মহিষাসুর মর্দিনী অনুষ্ঠান আমরা করেছি। এখন শ্যামা পুজো এবং ভক্তিমূলক গান নিয়ে আমরা অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছি। যতদিন বাঁচবো ততদিন গান নিয়েই বাঁচতে চাই। সঙ্গীত মানুষের মনে শান্তি ও আনন্দ নিয়ে আসে। সঙ্গীত চর্চার অনুশীলন চালিয়ে গেলে মন বেশ ফুরফুরে থাকে। সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক এটাই থাকলো প্রার্থনা। দীপাবলি উৎসব সকলের ভালো কাটুক।

# মহানন্দাকে ভালো রাখুন

রমেশ শা

(গীতা দেবী ঘাট, সমর নগর, শিলিগুড়ি )

সকলকে দীপাবলি, কালী পুজো ও ছট পুজোর শুভেচ্ছা। অন্যবছরের মতো এবারও আমরা শিলিগুড়ি চম্পাসারি সমর নগর গীতাদেবী ঘাটে বেশ ভক্তির সঙ্গে ছট পুজোর আয়োজন করছি। মহানন্দা নদীর ধারে আমাদের এই ঘাট রাজ্যে একটি ব্যতিক্রমী ঘাট। কারণ এই ঘাটের সৌন্দর্যায়ন করে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের সহায়তায়। এই ঘাটে সূর্য দেবের মন্দিরও রয়েছে। প্রতিবছরই আমরা এখানে নিষ্ঠার সঙ্গে ছট পুজোর আয়োজন করি। পুজোর মাধ্যমে আমরা পরিবেশ সচেতনতার প্রচার করি। এবারও তার প্রচার হবে। তবে এবার যেহেতু ডেঙ্গু দেখা দিয়েছে তাই বেশি করে সতর্কতার প্রচার করছি। কেননা জমা জল থেকে ডেঙ্গু মশা বংশ বৃদ্ধি ঘটায়। সেই মশা কোনো ডেঙ্গু আক্রান্তকে কামড় দিলে তা থেকে ডেঙ্গু দেখা দেয়। এবারে করোনা না থাকলেও ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিয়েছে বেশি মাত্রায়। তাই আমাদের সাবধান থাকতে হবে। আমাদের এই ছট পুজোর মাধ্যমে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচার হবে। কন্যা ভ্রুণ হত্যার বিরুদ্ধেও মানুষকে সচেতন করা হবে। আমাদের এই গীতাদেবী ঘাটের মাধ্যমে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলি। সব ধর্মের মানুষ এখানে আসেন। সবাই আমরা মানুষ । মানুষেরই আমরা জয়গান গাই। ছট পুজো সূর্য দেবের পুজো। আসলে তা প্রকৃতিরই আবাহন।প্রকৃতি পরিবেশকে তাই আমাদের ভালো রাখতে হবে। মহানন্দা শিলিগুড়িতে প্রধান ছট পুজোর স্থান। মহানন্দাকে সুস্থ ভালো রেখেই আমরা ছট পুজো আয়োজনে ব্রতী হই। আমরা সকলের কাছে মহানন্দাকে ভালো রাখারও আবেদন করছি। মহানন্দাতে কেউ যাতে বর্জ্য না ফেলেন সেদিকে আমরা নজর দেওয়ার আবেদন করছি।

(লেখক একজন মাইক্রোআর্টিস্ট। )

*With Best Compliments From :~*

Ph. : 0353-2526499
Cell : +91 9679640492
E-mail : ghoshsamrat18@yahoo.com

**SHAMBHUNATH GUEST HOUSE**

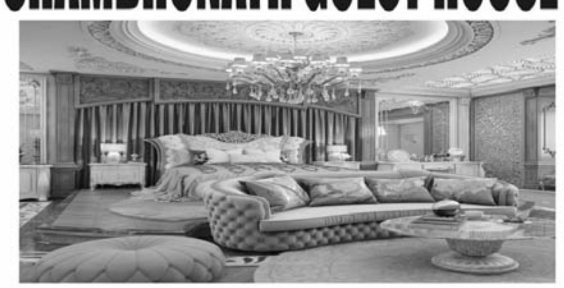

**Making Luxury Affordable**

Rasiklal Ghosh Sarani, Opp. Hotel Gateway
Sevoke Road, Siliguri, Pin - 734001, W.B.

সকলকে শ্যামাপুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা

**গানে গানে**

**আমরা কজন**

সেভক রোড, শিলিগুড়ি।
মোবাইল ঃ ৮৬৭০০২৯৫৭১/৭৩১৮৯৬৩৫১৬

# মা রক্তবর্ণা, জ্ঞানদায়িনী

স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ

(সহকারি সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম ও মঠ, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি)

গোটা বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা। মা শক্তিরুপিনী। পুরুষ ও প্রকৃতিই মা। মা ছাড়া সংসার চলবে না। দেবী আরাধনায় আমরা দেখি, মহালয়ায় পিতৃতর্পনের পরপরই দেবী পক্ষ শুরু হয়। তখন থেকেই ব্রহ্মান্ড জুড়ে শক্তিরুপেরই প্রকাশ। ধীরে ধীরে তিনি দেবী রুপে জগতে পূজিতা হন। মহমায়া, মা দুর্গারুপে তাঁকে জগতে আমরা পুজো আরাধনা করি। তারপর চলে আসে শ্যামা পুজো। আমরা লক্ষী পুজো করি। মা লক্ষীও মাএরই একটি রুপ। মা নিজেই লক্ষীরুপিনী হয়ে রয়েছেন। কারণ তার মধ্যে শ্রী, সৌন্দর্যর প্রকাশ। লক্ষীরুপটি জগতের মধ্যে শ্রীর প্রকাশ করে। তারমধ্যে সহ্য ক্ষমতা, স্বাধীনতা, শ্লীলতা, নম্রতা এইসব সম্পদ বিদ্যমান। মা নিজেই বলছেন, আমিই লক্ষী আবার আমিই সরস্বতী ।আমি জ্ঞানদায়িনী ।তিনি এইজগতে সকলকেজ্ঞান দান করেন, আবার অভয় দেন। এই যে অন্ধকার থেকে আলোতে আসা, আমরা বলি মা কালো ।কিন্তু সত্যিই কি মা কালো ? না,কারণ আমরা মাকে অজ্ঞানতা দিয়ে অনেক দূর থেকে দেখছি। যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ সেখানে কিন্তু অন্ধকার থাকে না। যেখানে আলো থাকে সেখানে অন্ধকার থাকতে পারে না। মা জ্ঞানরুপিনী, তাহলে জীবগুলো কেন কালো দেখে মাকে ? আসলে তারা ভেবে নিয়েছে মা অনেক দূরে। অর্থাৎ অজ্ঞান দিয়ে সংসার রচনা। এই জগতের মধ্যে তিনি অজ্ঞান দিয়েই প্রকাশ করে দেখছেন। সেইজন্য মাকে আমরা কালো দেখছি। কিন্তু বাস্তবে তাতো নয়, মা সেই জ্যোতির্ময়রুপা। তাঁর থেকে সেই দিব্যজোতি, তেজ বের হয়। যে তেজ আমরা দেখি, রক্তবর্ণা। জবা ফুলের মতো। সূর্যদেব যখন আকাশের পূর্ব দিকে ওঠে, কি শান্ত তার রুপ, ভোর বেলা। সেই শান্ত রুপের দিকে তাকানো যায়। সেই রং রক্তবর্ণা জবা ফুলের মতো লাল। মা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে দেন। মানুষগুলো জাগতিক বিষয়ে ডুব দিয়েছে। তারা ভাবে জগতে জন্ম হয়েছে যেন ভোগবিলাসের জন্য। খাবেদাবে , গাড়ি হবে, বাড়ি হবে, হুলুস্থুলু করবে ।কিন্তু এটাই কি সত্যি ? মা বলেন, তা নয়। জাগতিক বস্তু যেমন প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন জ্ঞান। মা জ্ঞানদায়িনী, মা চৈতন্যরুপিনী। মা হলেন জ্ঞানের প্রদীপ। মানুষগুলোকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অর্থাৎ জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন মা-ই। মা এই জগত সৃষ্টি করেছেন, মা জগত ধারণ করে রয়েছেন, আবার মা-ই বিনাশ করবেন। তাই মা-কেজানতে হলে মনের ভিতরে অজ্ঞানতার আবরন সরাতে হবে। ভক্তি ভরে সৎ ভাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

*With Best Compliments From :~*

**JYOTSNA AGARWALA**

**SILIGURI**

# যে কালী সেই কৃষ্ণ,
# যে কৃষ্ণ সেই কালী

স্বর্গীয় অমর দত্ত

কাল নিরাকার শক্তি। যে ধারণ করতে পারে সেই কাল শক্তি। কাল শব্দ পুং লিঙ্গ তাইতো মহেশ্বর মহাকাল বলে ত্রিভুবনে খ্যাত। কাল শব্দ স্ত্রী লিঙ্গে কালী। কখনও তিনি নিরাকার, কখনও আবার সাকার যুক্ত। অপশক্তি বা অসুর কূল বধ করতে করতে বিভিন্ন রুপ ধারণ করেছে। কালী হলেন প্রকৃতি। মহাকাল হল পুরুষ। একে অন্যের পরিপূরক। যেমন শিবহীন যজ্ঞ হয় না তেমনি মহাকাল ছাড়া কালী হয় না। কালী মূর্তির সাথে মহাকাল থাকবেই। এখন প্রশ্ন, কালী কে? কিভাবে তাকে পাই? সাধক বামাক্ষ্যাপার কথায়, তিনি জগৎ সৃষ্টির কারণ ।পঞ্চভূতেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। পঞ্চভূত মানে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। জগৎ ধ্বংস হয়ে আবার তাতেই মিলিত হয়। আবার এ থেকেই জগৎ সৃষ্টি হয়। জগতের সব জিনিসই পঞ্চভূতময়। ধ্বংসের পর পাঁচ ভুতে লয় হয়। ক্রমে পাঁচ ভূতের মধ্যে চারটে শেষের ভূত ব্যোমে মিশে যায়। এবং মহাব্যোমে পরিণত হয়। মহা ব্যোম একটা সারভূত বীজ যা নিরাকার ।তবে কালে প্রকাশমান। ওই বীজকে প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি

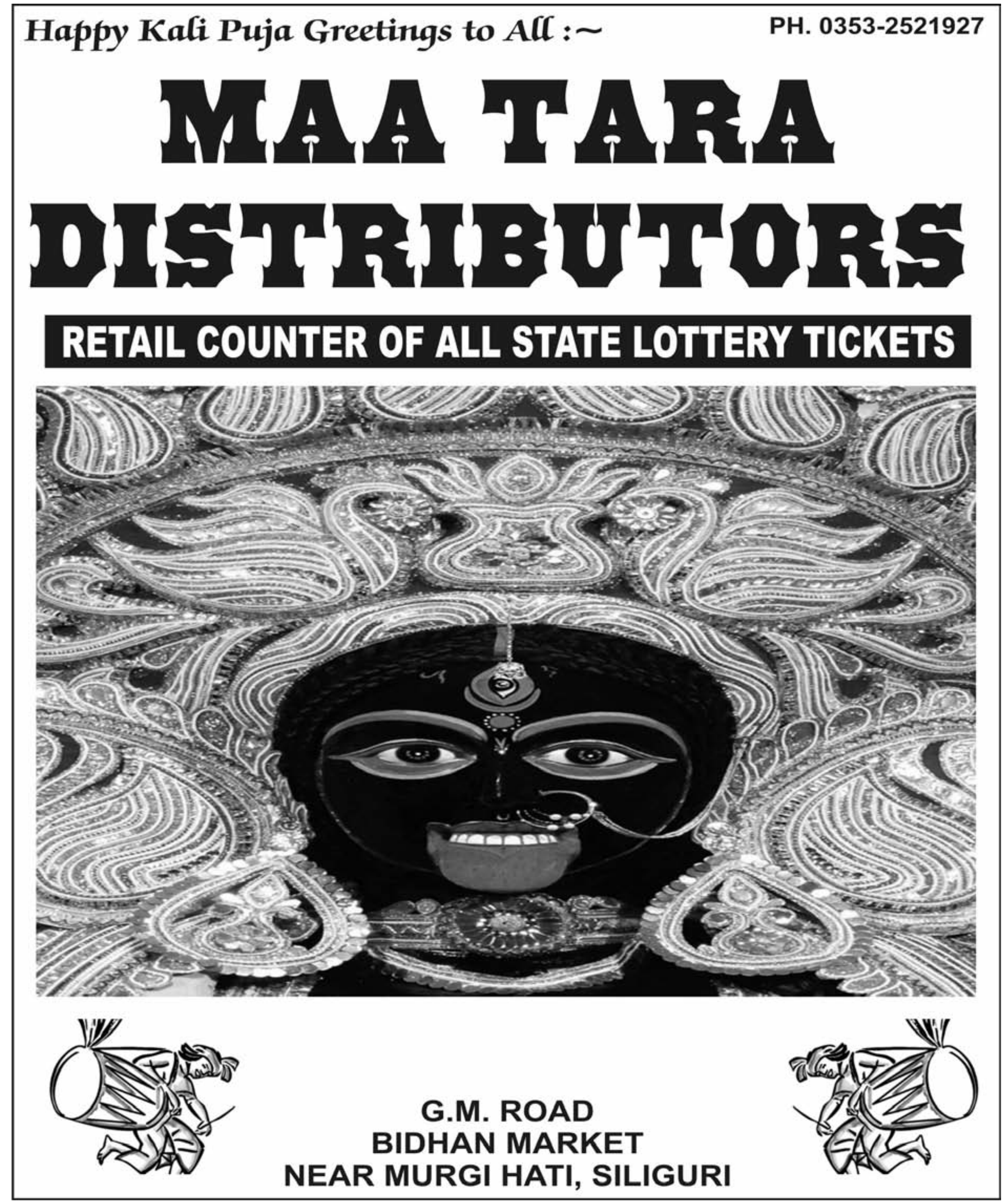

# ডেঙ্গু থেকে সতর্ক থাকুন গর্ভবতী মায়েরাও

ডাঃ জি বি দাস
(বিশিষ্ট স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, নিউ রামকৃষ্ণ সেবা সদন, আশ্রম পাড়া, শিলিগুড়ি )

সকলকে দীপাবলি ও ছট পুজোর শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন। উৎসবে সবাই আনন্দ করুন। কিন্তু সেইসঙ্গে সতর্কও থাকুন। প্রকৃতি আমাদের মাঝেমধ্যে বিষন্ন করে তুলছে। বিগত দুবছর করোনার দাপট ছিলো। এবারে করোনা তেমনভাবে না থাকলেও ডেঙ্গু দেখা দিয়েছে। কোনোভাবেই অবহেলা করা যাবে না ডেঙ্গুকে। প্রয়োজন অনুযায়ী এখন আমাদের মশারি ব্যবহার করতে হবে। জ্বর গায়ে ব্যথা হলে ডাক্তার দেখাতে হবে। পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে। প্যারাসিটমল জাতীয় ট্যাবলেট খেতে হবে। প্রচুর জল খেতে হবে। বিশ্রামে থাকতে হবে। জ্বর সেরে যাওয়ার পর প্লেটলেট কমে যাওয়া বা হিমোগ্লোবিন কমতে থাকে। তাই প্রথমবার জ্বর সেরে গেলে নিশ্চিন্ত হবেন না। এন এস ওয়ান পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষা করে দেখতে হবে রোগটা শরীরে আছে কিনা। পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। শরীরে তরল জাতীয় বেশি করে নিতে হবে যেমন জল।

দীপাবলির আনন্দ অবশ্যই করুন। তবে গর্ভবতী মায়েরা পরিবেশবান্ধব গ্রীন বাজি ছাড়া অন্য কোনো বাজির সামনে যাবেন না। অহেতুক মন্ডপে মন্ডপে ঘুরে নিজেকে ক্লান্ত করবেন না। গর্ভবতী মায়েরা একটু সাবধানেই থাকুন। কেননা গর্ভবতী মায়েদের মনে রাখতে হবে তাদের জ্বর হলে তাদের গর্ভস্থ শিশু সন্তানের ওপরও কিন্তু প্রতিক্রিয়া হয়। গর্ভবতী মায়েরা যদি একশ তিন বা একশ চার ডিগ্রী জ্বরে পড়ে যান তবে তার প্রভাব পড়ে গর্ভস্থ ভ্রনের ওপরও। শরীরের তাপমাত্রা যেন একশ এক বা একশ দুই ডিগ্রীর ওপর না যায়। দরকার হলে প্যারাসিটামল জাতীয় ট্যাবলেট চারবার খেতে পারেন। হাই টেম্পারাচার যাতে না ওঠে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কেননা গর্ভস্থ শিশু রয়েছে। শরীর স্পঞ্জ করে মাথা ধুয়ে নিতে পারেন। দুশো মিটারের মধ্যে কোনো ডেঙ্গু আক্রান্ত থাকলে আরও বেশি করে সতর্ক থাকতে হবে। মশারি অবশ্যই ব্যবহার করুন। মশার কামড় থেকে দূরে থাকুন। বাড়িতে কারও ডেঙ্গু হলেও মশারি ব্যবহার অবশ্যই করুন।

শ্যামা পুজো দীপাবলির এই সময় প্রচুর শব্দ বাড়ি ফাটে। যদিও এক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। তারসঙ্গে প্রচুর আলোর বাজিও পোড়ে। এই সময় পরিবেশ অন্যরকম হয়ে ওঠে। একটু সতর্ক থাকুন। আর আমাদের সকলেরই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন। পরিবেশ ভালো থাকলে আমরা সকলেই ভালো থাকবো। বাড়ির চারপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে অনেক রোগ থেকেই মুক্ত থাকবো আমরা।



বলে। ওই বীজ থেকে সকলের আগে যখন ব্যোম অঙ্কুরিত হয় তখন একটি ভীষন শব্দে ওই বীজটি দুখানা হয়ে ফেটে যায়। সেটাই আমাদের প্রাণের ওঁ-কার নাদ। ওই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই মহাকাশের সৃষ্টি হলো। ফেটে যাওয়া বীজটির একটি খন্ডের নাম প্রকৃতি, অপরটির নাম পুরুষ।

প্রকৃতিই হলো আদ্যাশক্তি কালী। আর পুরুষটি হল ব্রহ্মা। উভয়েই সৃষ্টির প্রতীক। এই কারণেই বলা হয়--ত্বমেব পিতা চঃ মাতা। কালী হল পরম ব্রহ্মার প্রকৃতি আদ্যাশক্তি মহামায়া।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ভারতে কালী পুজো শুরু হয়। ডাকাতরা ও শ্মশানবাসী তান্ত্রিকরাই ঘটের উপর বা কালী মূর্তিতে কালী পুজো করতো। কালীমূর্তির স্বরুপ কেমন তা কেউ জানতো না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক নবদ্বীপের গঙ্গার পাড়ে জঙ্গলঘেরা এক ভয়ঙ্কর স্থানে এক শ্মশান ছিলো, আজ তা অবশ্য গঙ্গা গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। সেই নির্জন শ্মশানেই ছিল তন্ত্র সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়ের সাধন ক্ষেত্র। তিনি ঘটের উপর মা কালীর পুজো করতেন। মায়ের কোনো মূর্তি ছিল না বলে তার মনে খুব দুঃখ ছিলো। তাই প্রতিনিয়ত মনের ভক্তি ও প্রানের আকুতিতে নিরাকার মা কালীকে স্বমূর্তিতে দেখার প্রার্থনা করতেন তিনি। কোনো একদিন অমাবস্যার গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণানন্দ শ্মশানে মায়ের পূজায় ধ্যানরত। সেই সময় স্বপ্নাদেশের মতো বারবার একইকথা শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। মা বলছেন, ‘‘কৃষ্ণানন্দ, কাল তুমি আমার স্বরুপপ্রত্যক্ষ করবে। ওই মূর্তিতেই প্রতিমা তৈরি করে পুজো করে আমার স্বমূর্তি পুজো জনসমক্ষে প্রচার করবে।’’ সাধনা করতে করতে রাত ভোর হলে কৃষ্ণানন্দ শ্মশান ত্যাগ করে প্রতিদিনকার মতো স্নানে গঙ্গায় যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে এলো, অপরুপা ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে এক শ্যামাঙ্গী গোপ বালিকা। দক্ষিনপদ উপরে , বাম পদ নীচে রেখে ডান হাতে গোবর মাটি নিয়ে বাম হাতে কাঁচা ঘরের বেড়া লেপন করছে। পড়নে তাঁর লাল খাটো শাড়ি। আলুলায়িত মাথার চুল নিটোল শ্যামাঙ্গী। আগম বাগীশকে দেখে লজ্জায় জিহ্বায় কামড় দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো,আর তখনই কৃষ্ণানন্দের মনে পড়লো গতরাতের স্বপ্নাদেশের কথা। মায়ের রুপের বর্ণনা অনুযায়ী মাতৃ মূর্তির প্রতিমা গড়ে তন্ত্রমতে পুজো পদ্ধতি প্রচার করলেন। কৃষ্ণানন্দ বালিকা রুপেই মায়ের সাক্ষাৎ

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা
রনপদ সেন
সম্পাদক
শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতি, বিধান রোড, শিলিগুড়ি।

রজনীগন্ধা থেকে গাঁদা, গোলাপ, পদ্ম সহ অন্য ফুলের জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। বিয়ে সহ অন্য উৎসব অনুষ্ঠানে আমরা ফুল সরবরাহই করি না, আমরা ফুল দিয়ে গাড়ি সাজাই, ফুল দিয়ে মণ্ডপ সাজিয়ে তুলি।
যোগাযোগের নম্বর ঃ ৯৪৩৪২৩৩৬৮৯

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা
মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮
গোপাল প্রামানিক
কার্যকরী কমিটির সভাপতি

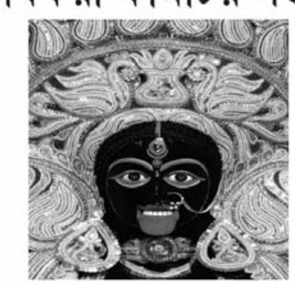

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

পেলেন।

কালী ভক্ত রামপ্রসাদ গানে গানে কালী মায়ের নাম ভুবনে ছড়িয়েছেন। মাতৃ সাধক রামপ্রসাদের গানের ডাকে মা কালী ছুটে আসতো বালিকারূপে। দিনরাত তারা মা, তারা মা ডেকে এ বিশ্বকে অনেক দর্শন তিনি দিয়ে গিয়েছেন। রামপ্রসাদের বাঁশের খুঁটি, বাঁশের খড়ের বেড়া মা কালী বালিকারূপে বেড়া বেঁধে দিতো। রামপ্রসাদ মা কালীর বালিকা রূপ দর্শন করতেন। রামচন্দ্র ব্রহ্মার আদেশের সমুদ্রের তীরে ঘটের উপর দুর্গা পুজো করে বালিকারূপে চন্ডীর সাক্ষাৎ ও আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। মান্না দের গানে শুনতে পাই আদি গঙ্গার পাড়ে ঘর বেঁধেছে বালিকা কালিঘাটের কালিকা। দক্ষিণেশ্বরে মা সারদামনির জন্মের ইতিহাসে জানতে পারি,সারদামনির মা পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে তীর্থ ভ্রমন ও গঙ্গা স্নান করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় জঙ্গলাকীর্ণ পথে গাছের উপর একজন অপরুপা সুন্দরী বালিকা দর্শন করলেন এবং বারবার শুনতে পেলেন, তিনি সারদামনির মায়ের গর্ভে জন্ম নেবেন। এই কথা বা বালিকার দর্শন সঙ্গের কেউ শুনতে ও দেখতে পায়নি। মা সারদামনির মায়ের শরীরের উপর দিয়ে একটা হাওয়া বয়ে গেলো। ওই বালিকা ছিল স্বয়ং চন্ডী, যথাসময়ে যথারীতি তিনি চন্ডীর ইচ্ছায় গর্ভধারণ করলেন এবং সন্তানের জন্ম দিলেন। ওই সন্তানই মা সারদামনি।

চন্ডী ও কালী, একই দেবী, মা। কালী ও চন্ডী, শতবার যাঁকে যাঁকে সাক্ষাৎ দিয়েছে, ততবারই বালিকারূপে দর্শন দিয়েছে। তাইতো মাতৃ পূজায় বালিকারুপী কুমারী পুজো করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যখন বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ২৪ বছর, আর সারদামনির বয়স ছিল পাঁচ বছর। পরমহংসদেব জানতেন সারদামনি স্বয়ং দেবী। তাই তাকেই দেবীর আসনে বসিয়ে দেবী জ্ঞানে কুমারী পুজো করতেন। এক বছর থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত অবিবাহিতী অঋতুমতী বালিকাদের কুমারী মতে পুজোর বিধান রয়েছে। এক বছর বয়সে সন্ধ্যা, দুবছরে সরস্বতী, তিন বছরে ত্রিধা, চার বছরে কালী, পাঁচ বছরের কন্যা সুভগা, ছয় বছরে উমা। চার বছরের কন্যাকে কালী ও ছয় বছরের বালিকাকে উমা রূপে দুর্গা পুজোয় কুমারি হিসাবে পুজো করা হয়। কুমারী পুজোর ফল দেবী মায়ের পুজোর ফল স্বরুপা হয়।

নারী ও প্রকৃতি অভিন্ন হওয়ায় সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে থাকে ওই


With Best Compliments From :
Ph. 9832028164
IMGK
JAGADISH SARKAR
জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)
কার্যকরী কমিটির সদস্য
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি



সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি




# পরিবেশ রক্ষা করুন

দেবরাজ ঘোষ
(শিক্ষক, লেকটাউন, শিলিগুড়ি ---কগনিশন হাব)

সকলকে শুভ বিজয়া। সঙ্গে দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা। এই উৎসবের সময়ে আমি যেটা বলবো তা হলো পরিবেশের সমস্যা। বিগত দুবছর আমরা করোনার জেরে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। করোনাতে বহু মানুষের প্রানহানি হয়েছে। অনেকেই অসুস্থ হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। অনেক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অনেক মানুষ বেকার হয়ে গিয়েছেন। এ বিশ্রী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিশ্ব জুড়ে । এবারে করোনা নেই বললেই চলে। কিন্তু ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। আর ডেঙ্গু ছড়ায় কিভাবে তা জানা অনেকেরই। পরিস্কার জমা জলে ডেঙ্গুর মশা বংশ বৃদ্ধি করে। সেই মশা কোনো ডেঙ্গু আক্রান্তকে দংশন করে যদি আবার কোনো সুস্থ মানুষকে দংশন করে তবে তিনি ডেঙ্গু আক্রান্ত হন। এভাবে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ছে। তাই ডেঙ্গুর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হলে বাড়ির চারপাশটা পরিস্কার রাখতে হবে। কোথাও কোনো জল জমা রাখা যাবে না। এরসঙ্গে এবারে বিসর্জনের সময় হড়পা বান দেখিয়ে দিয়েছে কি মর্মান্তিক দৃশ্য। মাল নদীতে কতগুলো মানুষ প্রান হারালেন। সবই আমার মনে হয় পরিবেশের প্রতি আমাদের অবহেলা। তাই শ্যামা পুজোর এই প্রাক মুহর্তে বলবো, সবাই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হউন। পরিবেশকে রক্ষা করুন। পরিবেশ ভালো থাকলে আমরা সকলে ভালো থাকবো। বেশি বেশি করে বৃক্ষরোপন করুন।

# শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় যুব সংঘের পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার বিবাদী সরনি বাইলেনে যুব সংঘের শ্যামা পুজো এবারে ৪২তম বর্ষে পদার্পন করছে। ক্লাবের সভাপতি - তপন কুমার সাহা, সম্পাদক বাপি ঘোষ। ক্লাবের পুজো কমিটির সভাপতি গৌতম গোস্বামী, যুগ্ম সভাপতি মনোজ পাল ও সাগরময় ঘোষ। সম্পাদক সুভাষ পাল। যুগ্ম সম্পাদক তরুন সাহা ও সঞ্জীব পাল। কোষাধ্যক্ষ প্রবীর এবং আশিস। এবারে এই ক্লাবের শ্যামাপুজোয় মন্ডপ সজ্জায় রয়েছেন রাজু মাহাতো, আলোক সজ্জায় রয়েছেন অশোক পাল। প্রতিমা নিলু পাল। পুজোর থিম আঁধারে আলোতে মায়ের আগমন। অতীতে করোনার জন্য অনেক কর্মসূচি বাতিল করা হয়। এবারে কিছু কর্মসূচি রয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম সামাজিক ও মানবিক কাজ। ক্লাবের সম্পাদক বাপি ঘোষ বলেন, শ্যামা পুজোর মধ্যে এবারও তারা দুঃস্থ ও অসহায় মানুষদের পাশে থাকবেন। সারা বছর ধরেই তারা বিভিন্ন রকম মানবিক ও সামাজিক কাজ করে থাকেন। অতীতে এই ক্লাবের উদ্যোগে শীতের প্রাক মুহূর্তে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরন করা হয়। এলাকার সমাজসেবী তথা পরিবেশপ্রেমী প্রশান্ত বোস স্মরনে তারা অতীতে বৃক্ষরোপন আয়োজন করেন। এবারেও ক্লাব সদস্যরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করছেন প্রয়াত রাজ সাহাকে।

মাতাজীর মেসেজ উনি শুধু আমাদের জানিয়েছেন। ঋষি মনে মনে বললো, নো ডাউট বিরল ব্যক্তিত্ব। অ্যানি ও ঋষি পাহাড়ে ওটা আরম্ভ করে। পাহাড়ের চূড়াটি দেখলে মনে হবে তিনটে মাথা একত্রে লেগে রয়েছে। মধ্যে একটি স্বচ্ছ-গভীর জলাশয়। এটা বিজয়নগরম রাজ্যের একটি সীমান্ত দুর্গ ছিল, ওপরে বেশ কয়েকটি পাথরের ঘর রয়েছে একটি বেশ সমতল চাতাল, বেশ উঁচু প্রাচীর দিয়ে পুরো দুর্গটি ঘেড়া। ওরা সব থেকে উঁচু  স্থানে গিয়ে দাঁড়াল। চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েকটি ছোট বড় পাহাড় এবং তাদের ঘিরে রয়েছে সবুজ সব ফার্ম ল্যান্ড। মনে হচ্ছে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ সাগরের মাঝে-মাঝে ছোট ছোট সব জাহাজ। অ্যানি একেবারে বিভোর হয়ে প্রকৃতির রুপ দেখছিল, ঋষি তাকে পেছন থেকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, অ্যানি নিজেকে সঁপে দেয় সম্পূর্ণভাবে। দুজোড়া ঠোঁট একে অপরের মধ্যে ডুবে যায়। ঋষি অ্যানিকে সম্পূর্ন বসনমুক্ত করে তার শরীরে হাত বোলায়, নাভীস্থল হতে নিচের দিকে হাত নামলে অ্যানি থর থর করে কেঁপে ওঠে। সুদূর কোন অজানা পাহাড়ের গোপন স্থানে বহুদিন ধরে সজ্জিত এক জলাশয়ে আলোড়ন হয়, আবদ্ধ জলাশয়ের জল বেরিয়ে আসে, অ্যানি সিক্ত হয়ে উন্মুখ হয় অজানা যাত্রা পথে যাওয়ার জন্য। দুটি নর ও নারা--পুরুষ এবং প্রকৃতি, মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ের সেই সম্পূর্ন নিরাবরন-- নিরাভূষন নিঃস্কলঙ্ক অবস্থায় একে অপরকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে--রহস্যময় সাগর যাত্রার জন্য প্রস্তুত। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যা ভ্রুণ অবস্থায় ছিল এখন তা মহীরুহে পরিণত। পাথরের মেঝেতে পাতা লাল মাট্রেসটি জাহাজ হয়ে তাদের নিয়ে সাগরে পাড়ি জমায়। কখনো ডাইনে বা কখনো বাঁয়ে এভাবে সাগরের ঢেউ এর মাথায় হেলেদুলে চলতে থাকে, এই ঢেউ এর মাথার উপরে  পরক্ষনে আবার নিচে নেমে  আসে। হঠাৎ ঝড় উঠে-- দুনির্বার তার গতি -- অপ্রতিরোধ্য প্রবল ক্ষিপ্রতায় জাহাজটি সাগরের ঢেউ এর শীর্ষে উঠে সটান একেবারে নিচে নেমে আসে। অ্যানি তীব্র যন্ত্রণায় ও অজানা ভয়ে ঋষিকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে। ইতিমধ্যে জাহাজটি ঝড়ের দাপটে কখনো ঢেউ এর মাথায় উঠে আবার পর মুহুর্তেই নিচে নেমে আসে।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষন ওঠানামার খেলা চলার পর হঠাৎ করে সব শান্ত-স্থির হয়ে পড়ে। ঝড় যেমন এসেছিল ঠিক তেমন চলেও যায়। সাগর একেবারে নিস্তরঙ্গ। কিছুক্ষন এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর অ্যানি ঋষিকে ডাকে,সাড়া না পেয়ে কনুইএর ভরে ঈষৎ কাৎ হয়ে মুখের দিকে তাকায়। কি হলো ঘুমিয়ে  পড়লে নাকি? উন্মত্ত হস্তি অসার হয়ে গেল কি ব্যাপার। কুমিরের হাঁ এর মধ্যে পড়লে হস্তিতে একেবারে কুপোকাত। কি বললে কুমির এ্যাঁ, বলেই অ্যানি সটান ঋষির উপর চেপে বসে। কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে যায়।

(ক্রমশ)


Happy Deewali & Chhath Puja Greetings To All :

Ramesh Shah (Micro Artist) 7551070908 (M)

President

Ajay Gupta (Guddu)

Secretary

GITA DEVI GHAT

CHHATH PUJA WELFARE SOCIETY

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৮৩২৪৭৫৬৪৮

সঞ্জীব শিকদার

পুজোর দিনগুলিতে সকলে ভালো থাকুন

শিলিগুড়ি




কুমারীর অন্দরে। আজকের কুমারী কালকের নারী। তাই আজ  নারী শক্তি জাগরনের দরকার। নারী আজও পরাধীন, আজও গৃহবন্দি। আজও নারী পণ প্রথার শিকার। নারীর মধ্যে সেই শক্তি রয়েছে বলেইতো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ নারী শিক্ষা ও নারীর উন্নতি কল্পে বহু কাজ করেছেন। সিস্টার নিবেদিতার কথা আমরা সকলে জানি। দক্ষিনেশ্বর কালী মন্দিরের মা সারদামনির সান্নিধ্যে ধন্যা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। কালী মায়ের  পূজায়ও তাঁর ভক্তি বিশ্বাস ছিলো।

ভারতে কালী পুজো শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে। ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কাশী নাথ রচিত শ্যামাসপথ গ্রন্থে দীপান্বিতা পুজোর কথা জানা যায়। দীপান্বিতার কালী শ্যামা কালী যা দক্ষিণা কালী। যে কালীর দক্ষিন  পদ শিবের বুকে,বাম পদ শিবের উরুতে। চার হাত যুক্ত, অভয় আশীর্বাদ, খড়গ ও কাটা মুন্ডু হাতে জিহ্বা কামড়রত অবস্থায় গলায় নরমুন্ড মালা শোভিত। কোথাও বস্ত্রহীনা,কোথাও বস্ত্র পরিহিতা। কোথাও সঙ্গে ডাকিনীযোগিনী, শিবা কোথাও ডাকিনী ছাড়া মূর্তি দেখা যায়।

ব্রহ্মা কালী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এক পদ মহাদেবের ওপর, আরেক পদ সিংহের ওপর। অনেকটা শ্যামা কালী সাদৃশ্য মূর্তি। শ্মশান কালী ভয়ঙ্কররুপী ঘোর কৃষ্ণ বর্ণা। শবরুপী শিবের ওপর দন্ডায়মান , বাকি সব শ্যামা কালী সাদৃশ্য। শ্মশান কালীর পুজোয় পশু বলি হয়ে থাকে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন হল কালীপুজোর বিশেষ দিক। বিশেষ করে দীপান্বিতা কালীপুজো, অমানিশার অন্ধকার দূর করতে প্রদীপ জ্বালাতে হবে। আলোয় আলোয় চারদিক ভরিয়ে দিতে হবে। কোথাও ১০৮টি প্রদীপ, কোথাও হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে ভক্তি বৎসল মনে মায়ের  পূজায় সামিল হয়ে বিবেকের দ্বারা মনের অন্ধকার দূর করতে পারলেই সার্থক হবে মায়ের  পুজো। সার্থক হবে মনুষ্য জন্ম।

পৌরানিক মতে বিষ্ণুর দশ অবতারের নাম যেমন  পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী তান্ত্রিক মতে দশ অবতারের নাম পাওয়া যায়। মুন্ড মালা তন্ত্র মতে প্রকৃতি বা আদ্যা শক্তির দশ অবতারের নাম পাওয়া যায়। কৃষ্ণরুপা কালী,রামরুপা তারা, কুর্ম রুপা বগলা, মীনরুপা ধূমবতী, নৃসিংহরুপা ছিন্ন মস্তা, বরাহরুপা ভৈরবী, পরশুরামরুপা ষোড়শী,বামনরুপা ভুবনেশ্বরী, বুদ্ধারুপা কমলা, কল্কিরুপা মাতঙ্গী। যে কালী সেই কৃষ্ণ ।পৌরানিক মতে আয়ানঘোষ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মামা। সেই অর্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মামি। বৈষ্ণব ধর্মে রাধাকৃষ্ণের প্রেম জগৎ বিখ্যাত। নিষ্কাম মধুর প্রেম। একদিন নিধুবনে রাধাকৃষ্ণ প্রেম লীলায় মত্ত। আয়ান ভগিনী অর্থাৎ রাধার ননদ কুটিলা ওই প্রেম লীলা প্রত্যক্ষ করেন। দাদা আয়ান  ঘোষের কাছে তিনি অভিযোগ করেন রাধা কলঙ্গিনী। আয়ান ঘোষ ছিলেন কালী ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বড়ই চতুর। আয়ান ঘোষ আসার আগেই শ্যাম শ্যামারুপ ধারণ করে আছে, শ্রীরাধিকা তার চরণ সেবা করছে। আয়ান ঘোষ তা স্বচক্ষে দেখে রাধার ওপর তুষ্ট হলো। কুটিলাকে ভৎর্সনা করলো। শ্যামই শ্যামা। তাই কালী আর কৃষ্ণ একই। যার মন যেমন সে সেইভাবেই তাকে পায়।

( লেখক শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন জ্যোতিষীও ।তিনি বিভিন্ন রকম সামাজিক কাজ করতেন। ঘোঘোমালি ফল বাজার রোডে তাঁর বাড়ি। ২০২১ সালের ২৭ এপ্রিল তিনি প্রয়াত হন। )


সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব

শিলিগুড়ি

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা

Mobile : 9434151873

Pradip Ghosh (Manta)

প্রদীপ ঘোষ (মন্টা)

কার্যকরী কমিটির কোষাধ্যক্ষ

শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা ---

# শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি মহকুমা, দার্জিলিং

## কাঁচা হাতের লেখায়

# জীবনের পাকা কথা --২১

**(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্ব আমায় তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উঙ্জ্জ্বল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্নতাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে কথা দিয়েই তাদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো। ---মুসাফীর)**

**(গত শারদীয়া সংখ্যার পর )**

এই বেদাগীরি পাহাড়ের অপর দিকে বেশ কয়েকটি গুহা রয়েছে ওখানে কি হয়, কারন ওদিকে যাওয়াতো নিষেধ। আশ্রমের দীর্ঘদিনের পরিচিত ভক্ত-শিষ্যরা ওখানে মাঝেমধ্যে এসে একান্ত নির্জন বাস করেন--তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শুনেছি খুব উচ্চ স্তরের সাধক। অথচ তাঁরা সংসারের মধ্যেই থাকেন, পার্থক্য এই যে তাঁদের ভেতরে অর্থাৎ অন্তরে কোন সংসার নেই। আবার এমন একজন রয়েছেন যাঁর ভেতরে এবং বাহিরে কোন ক্ষেত্রেই সংসার নেই। মাতাজীর কথায়, রেয়ারেস্ট অফ রেয়ার মানুষ, এমন ব্যক্তিত্ব দেখা যায় না। মনে হয় আমি চিনেছি ---আমাদের দাদাজী তাই না! রেবতী খুব খুশি হয়ে বলে, এই হলো রাই এর কিশোর। আর তুমি হলে সেই কিশোরের কিশোরী। ব্রেক ফাস্ট সেরে ঋষি তার রাইকে নিয়ে বাইকে চেপে ডে-আউটের জন্য রওনা হয়। ছোট-ছোট পাহাড় ও ফরেস্ট অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক পরে তারা পৌঁছায় একটি বেশ উঁচু পাহাড়ের কাছে। পাহাড়ের আশেপাশে প্রচুর ফার্ম হাউস কয়েকটি বাদে সবই আশ্রমের একটি অশ্বথ্ব গাছের পাশে সুন্দর বাংলো থেকে দুজন মধ্য বয়েসি স্ত্রী ও পুরুষ বেরিয়ে এসে ওদের স্বাগত জানায়। দুজনেই বিদেশি --এদিকের আশ্রমের যত ফার্ম ল্যান্ড রয়েছে সবই এদের তত্বাবধানে। দেখেই বোঝা যায় অ্যানি এদের চোখের মনি। অনন্যা-ঋষির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। তোমাদের এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ মাতাজীর কাছ থেকে আমরা ঠিক সময়েই পেয়েছি কিন্তু কি করি বলো ডেয়ারির একটি গাড়ি আজ সকালেই একটি বাছুর প্রসব করলো।দুজনেই ভালো আছে। তবে তোমরা আসবে এ সংবাদ দাদাজী গতকালই পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি তোমাদের সারপ্রাইজ দেব ভেবেছিলাম পাপা সেটাও হতে দিল না। নো মাই চাইল্ড এটা

# স্মরনে

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম।।"

শ্যামাপুজো ও দীপাবলির এই পুণ্য আলোকে আমরা তোমাদের স্মরণ করছি ---

প্রশান্ত বোস

প্রশান্ত বোস
তোমায় আমরা ভুলছি না
রাজ সাহা (জন্ম ১-০৯-১৯৮৮ এবং মৃত্যু ২৭-০৯-২০২২)
তোমায় আমরা ভুলছি না। তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।
সদস্যবৃন্দ, যুব সংঘ, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।

রাজ সাহা

**শ্যামা পুজোর ওপর শিলিগুড়ি পশ্চিম আশ্রমপাড়ার সঙ্গীত শিল্পী বিপ্লব সরকার রচিত দুটি গান--**

**কথা ও সুর ঃ বিপ্লব সরকার ( পশ্চিম আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি )**

ওম দেবী চন্ডীকা
গুন ও কর্মের আরেকটি নাম শ্রীকালী
এইরুপে তুমি এক ভয়ঙ্করী
আবার সেই কালী, কৃষ্ণবর্ণা
দশভুজা মা দুর্গা।

তন্ত্র মতে মা ভদ্রাকালী
তিনি জগতের মহাশক্তি
নামে ভদ্রাকালী কল্যানী
সর্বকালে তুমি অন্তর্যামী।

আদ্যাশক্তি মহামায়া মা
তাঁরা তুমি শ্মশানকালী
নমঃকালী কালী মহাকালী
তুমি দুর্গা নারায়নী নমস্তুতে।
-----------------

**কথা ও সুর ঃ বিপ্লব সরকার (পশ্চিম আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি )**

মাগো তোর জ্যোতির ছটা
কালো রুপে তুই কিরন
মাগো তোর রুপেগুনে
আবার ভয়ঙ্করী।

কত রঙে সাজবি মা তুই
কত পড়বি মুন্ডমালা
শেষ হবে অসুর কুল
দেবো মা তোর চরনে ফুল

কালি রুপে জগত জননী
তুই আমার নয়নমনি
তুই যে মা ভদ্রাকালি
সেই আবার দক্ষিনা কালী

কালী কালী ডাকি তোকে
ধরা কেনো দিসনে আমায়
কোন রুপে মা দেখা দিবি
আমায় বলে দে না মা।।


সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা

মদন ভট্টাচার্য্য

সমাজসেবী

শিলিগুড়ি




# দূষন মুক্ত পরিবেশ চাই

মৃনাল পাল (মনা)

সকলকে দীপাবলি ও কালী পুজোর শুভেচ্ছা। দীপাবলি মানে অন্ধকার থেকে আলোর উৎসব। আলোর উৎসব নিয়ে যেটা বলবো, সবাই মাটির প্রদীপ ব্যবহার করুন। আজকাল বিদেশি অনেক প্রদীপ বা লাইট বাজারে এসেছে। আমার মতে, সেই সব প্রদীপ থেকে আমাদের মৃৎ শিল্পীদের তৈরি মাটির প্রদীপ অনেক ভালো। এই মাটির প্রদীপ ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন আমাদের ঐতিহ্য বজায় থাকে তেমনই পরিবেশও ভালো থাকে। তাছাড়া ভারতীয় ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে এরমাধ্যমে উৎসাহিত করা যায়। এর পাশাপাশি একটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই, তা হলো, পরিবেশ দূষন। পরিবেশ দূষন কিন্তু বেড়ে গিয়েছে বৃক্ষ ছেদনের ফলে। পরিবেশ দূষন আমাদের এখন কমাতেই হবে। পরিবেশ দূষন না কমলে সামনে মানব সমাজ থেকে সমস্ত প্রানীর কষ্ট বাড়বে। দীপাবলির এই সময় বলবো, পরিবেশ দূষিত হয় এমন বাজি যেন কেউ ব্যবহার না করে। আমরা চাই পরিবেশ দূষন মুক্ত বাজির ব্যবহার বৃদ্ধি পাক। সকলকে আবারও শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক একজন শিল্পোদ্যোগী। শিলিগুড়ি সেভক রোডে শিল্প তালুকে তাঁর শিল্প কারখানা সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পনিজের কর্ণধার। )


Goutam Enterprise

Deals in UPVC CPVC pipe and Fitting
Sanitary ware and other Building Materials supplier
Haider Para, Siliguri
Contact no. 9933682721(whatsapp)
9475806473



সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা
প্রতাপ কর্মকার ফোন ঃ ০৩৫৩-২৫৯৫৮৬২
৯৮৩২৪৫৩৪৭৭
৯৮৫১২২৪৩২৯

প্রতাপ জুয়েলার্স

সোনা ও রুপার সমস্ত রকম
অলঙ্কার এখানে তৈরি করা হয়

হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬

*HAPPY DEWALI GREETINGS*

**PRATIK MEDICO**

**POLY CLINIC**

**CHEMIST & DRUGGIST**

**PHYSICIAN, DIABETOLOGIST**

**Dr. Shankha Sen**

**MD, Medicine (Gold Medalist)**

**GYNAECOLOGIST &**
**INFERTILITY SPECIALIST**

**Dr. Sailesh Roy**

**DGO, MS (ONG), FICOG, FICS, FMAS**

**NEURO PSYCHIATRIST**

**Dr. Arunava Dutta, Md**

**NEUROLOGIST**

**Dr. Swayam Prakash, MD, DM**

**Dr. Tanmoy Pal, DA, MD, DNB**

**45 HILL CART ROAD, OPP. HOWRAH PETROL PUMPS**
**SILIGURI-734001**
**Ph. : 0353-2431528, Cell : 98323-84924, 98326-53589**

# প্রতিবাদী বিশ্ব

অলোক চক্রবর্তী
(শিলিগুড়ি)

বিশ্ব যুদ্ধের দামামায়
কৃষ্ণ সাগর, আটলান্টিক, প্রশান্ত
মহাসাগরের মরণপণ আর্তনাদ।
ঢেউ ঝড়ের পূর্বাভাসেও
নেই কর্ণপাত।

দখলতি পরমাণু যুদ্ধ,
শঙ্খ নিনাদের বার্তা
লাখো লাখো মানুষের
মৃত্যুপুরী উপত্যকায়।
নীরব প্রতিবাদী বিশ্ব সাক্ষী নাগাসাকি
হিরোশিমার
শবদেহ মিছিল।

অগুন্তি অচেনা অজানা মানবতা কবরের মাঝে
খুঁজেছে প্রিয়জন,
মৃত্যু মিছিলের পুরোভাগে মিলেছে আবাল বৃদ্ধ
বনিতার
মর্মস্পর্শী ক্রন্দন রোল।
দেখছে শঙ্খচিলের আকুতি
কিংবা শকুনের উড়ান
মহাসাগরের তীরে।

শান্তি বিসর্জিত রাষ্ট্রধ্বজার
কেতন উড়িয়ে মানব সভ্যতার ক্রন্দন রোল
অস্পর্শিত,
ক্রমমান অপ্রতিরোধ্য হুংকার।
যুদ্ধ নয় চাই শান্তি
চারিদিকে বিরাজিত হোক
অকৃত্রিম বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব।

কম্পমান ধুমায়িত পৃথিবী
শান্তি বারির অপেক্ষায় এক উদ্বিগ্ন জরাজীর্ণ
অনাগত ভবিষ্যৎ
মহাসাগরের দুপারে দৃশ্যমান।

# দীপাবলি

ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
(হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

আলোর উৎসব দীপাবলি
রেখে যায় ধোঁয়ার কুন্ডলী।
বাড়িছে দিকে দিকে হাঁপানি ও যক্ষা,
বায়ুদুষন রুখিলে হইবে রক্ষা।
চারদিকে আলোর রোশনাই
বিস্ময়ে তাকাইয়া দেখি তাই,
মনে পড়ে অন্ধের হাহাকার,
মরনোত্তর চক্ষু দান
করি অঙ্গীকার।
চারিদিকে বাজির শব্দ,
করিছে কর্ণ ছিদ্র
আদালত করিল মধ্যস্থতা,
সাধারণে পাইল শান্তির নীরবতা।

# গরিব ধনীর ব্যবধান

মুকুল দাস

(বয়স ৯৭, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি )

দুর্গা পূজা, কালী পূজা, লক্ষী পূজা , দীপান্বিতা ,
হয় ঘরে ঘরে --
গ্রামেগঞ্জে শহরে--- আলোয় ঝলমল করে।
ঝকমক করা ---দশটি জামা পড়ে
ওরা কেন পাতা কুড়োয়--- প্লাস্টিক কুড়োয়
বাড়ি নেই, ঘর নেই-----
গাছের তলায় বাস করে,
ওরা ভিক্ষা কেন করে ।
লক্ষ লক্ষ টাকায় ----পটকা ফাটায়
আলোর রোশনাই---রাতকে দিন করে ,
গরিব দুঃখী কেন----
শীতে কেন ঠকঠক করে ঘরে,
ভগবান দেয় না কেন---ওদের প্রতি দৃষ্টি
একই ভগবান করেছেন-----
সকলকেই সৃষ্টি।

# আবর্তে

অলোক চক্রবর্তী

(শিলিগুড়ি)

পুজোর আবেশে হারিয়ে
সঁপেছি নিজেকে
অনাবিলতার স্বাদে মোহময়
ঘোলাট আবর্তে।
ধূপধুনোর অভাবী মন্ডপ ভাবায়
চাকচিক্যময় অহংকার
ধ্রুপদী তাল কাটে
বর্ণময়তা ফুটে ওঠে ঘিরে।
খাঁক হয়ে যায় যুগের
বৈদিক উপাসনা,
নিরন্তর আকচার প্রতিযোগিতা
শোভা পায়।
অদেখা কুল উপাচার
আড়ালে মানবতা,
স্বপ্নের নৌকোয় সাঁঝবেলা
চুড়োর শেষ ধাপ
নিঃস্প্রভ।

# কে বলেছে ওরা কথা রাখেনি ?

কবি চন্দ্রচূড়

(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি )

এখন শহরে রিকশা বলতে গেলে চোখে পড়ে না।
এইতো সেদিন বছর কয়েক আগে রিক্সা করে গোটা পুজো মন্ডপ ঘুরেছি।
ওরা কথা রেখেছিল।
এখন টোটো করে পূজা দেখতে হয়।
কিন্তু টোটো চালকদের একটা সীমা আছে --
এলাকায় ভিত্তিক।
এরপর পায়ে হেঁটে ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া।
দুগ্গা মাকে দর্শন করা কি এতই সহজ ?
ওরা কথা রাখে বলে পুজো দেখা।
বন্ধুর বাইকে চেপে পূজা দেখা-- সে আর এক
অভিজ্ঞতা।
ভিড়ের মধ্যে ফাঁক পেলে স্পিড বাড়িয়ে দেওয়া।
এদিকে হৃদপিন্ড কাঁপে,
কিন্তু কথা রাখা।
পুজো দেখতে গিয়ে পুরনো বান্ধবীর সাথে দেখা,
কথা বলার সাহস হয় না,
কেননা ও সংসারী।
তরুণীদের সাজের বহর দেখব নাকি প্যান্ডেলের
কারুকার্য ?
চোখ কথা রেখে, দুটোই দেখি।
ভালো মন্দের হিসাব জানি না,
শেষ বেলায় শুভেচ্ছার বিনিময়।
কথা রাখে মোবাইলে।

# কালী কথা

অনিল সাহা

(শিবমন্দির, সম্পাদক--উত্তরের প্রয়াস)

কালী শব্দটি এসেছে বেদ থেকে। যজুর্বেদে একটি মন্ত্রে অগ্নির সাতটি জিভ বলা হয়। কালী, করালি, মনোজবা,সুলোহিতা,ধুম্রবর্ণা ইত্যাদি। কালী বলতে কালো রংয়ের শিখা বোঝায়। কালী রং অন্ধকার সূচক হয়। প্রলয়কে মহা অন্ধকার বলা যায়। কারণ মহা প্রলয় সৃষ্টির পরে আসে। তখন না কিছু জানা যায়,না কিছু দেখা যায়, না কিছু শোনা যায়, না তর্কের দ্বারা বোঝা যায়। তাই তাকে মহা অন্ধকার বলা যেতে পারে।

প্রলয় কাল ঈশ্বর নিয়ে আসেন বলে ঈশ্বরকে কালী বলা ভুল হবে। কালো রং পদার্থের গুণ , ঈশ্বরের গুণ নয়। ঈশ্বর রং রুপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাকে না চোখে দেখা যায়, না কানে শুনে অনুভব করা যায়, না তাকে স্পর্শের দ্বারা অনুভব হয়, না তার গন্ধ অনুভব করা যায়। সে তো ইন্দ্রিয়াতীত। অর্থাৎ ঈশ্বরকে না চোখের দ্বারা গ্রহণ করা যায়, না বানীর দ্বারা বলা যায়, না অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়,না সকাম কর্মের দ্বারা জানা যায় তাকে।

জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ অন্তকরনযুক্ত যে ব্যক্তি হয় সে ঈশ্বরকে ধ্যানস্থ হয়ে জানতে পেরে যায়।পৌরানিক মহারাজাদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলে তারা বলেন যে, কালকে যে জয় করেছে তাকে কালী বলা হয়।

নিশা কালী ঃ আধিভৌতিক ভীতি কাটানোর জন্য এই দেবী প্রসিদ্ধ। আবার অনেকে বলেন, জেলেদের রক্ষাকারী। দুর্যোগময় রাতে জেলেরা সমুদ্রে গেলে তার পূজা করতেন। তার চরন ছোঁয়া ফুল নৌকায় থাকলে সেই নৌকা সমুদ্রে ডুবতোই না। এই পূজা কোনো কোনো জায়গায় এখনও বিদ্যমান।

ভদ্রা কালী ঃ পৌরানিক মতে পাতালের দেবী। ভদ্রা কালী আর মহাকালী একই। কারণ উভয় পূজার ধ্যানমন্ত্র একই।

রটন্তী কালী ঃ এই দেবী পূজা করা হয় বিশেষভাবে পুত্র সন্তান কামনায়। ধন সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ অমাবস্যায় এই দেবীর পূজা করা হয়। মাঘ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীর তিথির নামই হলো রটন্তী। এই তিথিতে পূজা করতে হয়।

এছাড়া ফলহারিনী কালীর পূজাও করা হয়। গৃহ ধর্মকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে এই দেবীর আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ স্ত্রীকে দেবীরুপে পূজা করে নারী জাতির সম্মানের জন্য ফল উৎসর্গ করেন। এটিও বাৎসরিক পূজা।

কামাক্যলী ঃ বিশেষ কামনায় বা বিশেষ প্রার্থনায় যে কালীপূজা করা হয় তাকেই কাম্যকালী পূজা বলা হয়। অষ্টমী চতুর্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা বা সংক্রান্তিতে এই পূজা করা হয়।

পুরানে নানা ধরনের কালীর উল্লেখ রয়েছে। দক্ষিনা কালী, ভদ্রাকালী, রক্ষা কালী, রটন্তী কালী,নিশাকালী,কাম্যকালী, শ্মশানকালী।কালী কালই হয় । নানা রুপে নানা স্থানে নানা রুপে থাকলেও আসলে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়ম মা কালী। সবার মঙ্গল করেন তিনি। তাই মা কালীর নিকট আবেদন, মাগো সবার মনে শান্তি দাও, শক্তি দাও,সবাই যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারে, এই প্রার্থনা করছি। অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখিও মা, মাগো।

With Best Compliments From :~
CELL : 9434308147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com
SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS
C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A
SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা
সুজিত ঘোষ (বাপি)
(যুগ্ম সম্পাদক)
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০
শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া
ব্যবসায়ী সমিতি

মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন
বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন
আমরা সরবরাহ করি

হায়দরপাড়া বি বি ডি সরণী
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬
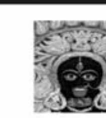

NPEC® National Power Engineering Company
ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY
FABRICATING A BETTER FUTURE
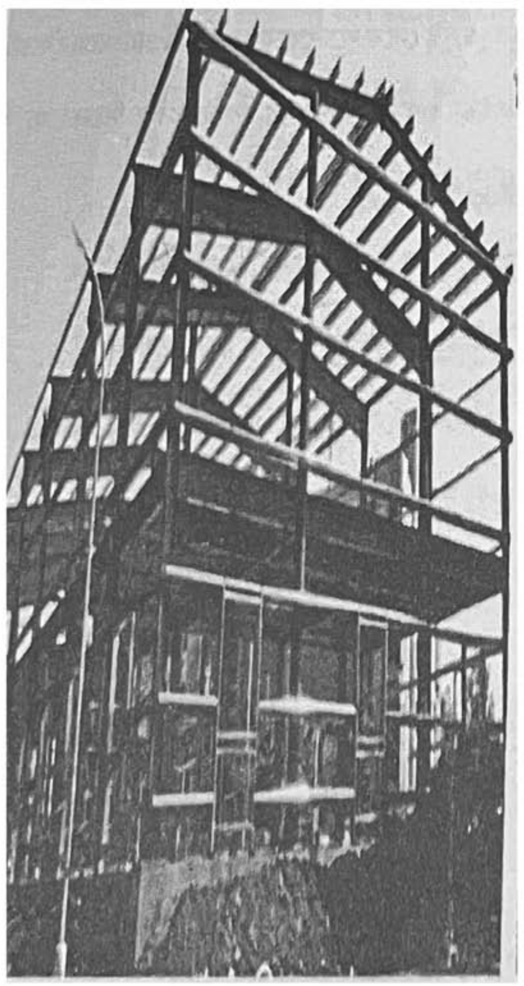
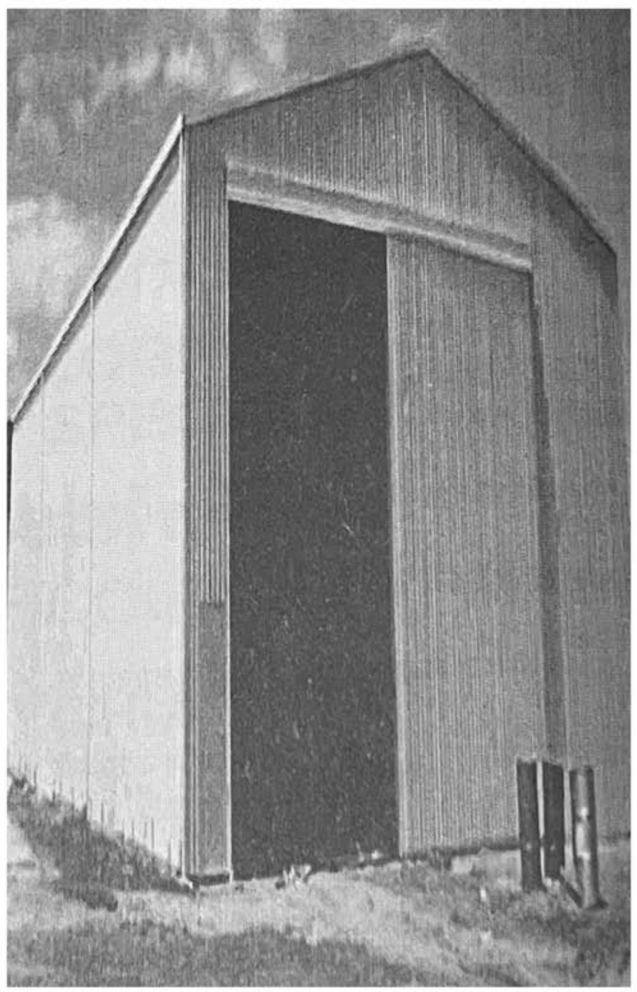
Warehousing ■ PEB ■ Industrial Sheds ■ Godowns
www.npec.in NCH Building, 14 Church Road, Siliguri-734001 +91-9434019992



# পরিবেশ সচেতনতা চাই

নির্মল কুমার পাল
(নিমাই-- সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি )

সকলকে শুভ বিজয়া। একইসঙ্গে সকলকে শুভ কালী পুজো এবং দীপাবলির শুভেচ্ছা। পরিবেশ সচেতনতার কথা এজন্যই বলছি যে সবাই আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা। বিশ্ব উষ্ণায়ন যে ঘটছে তা সবাই বুঝতে পারছেন। আবহাওয়ার তারতম্য বোঝা যাচ্ছে না।একদিকে গরম বাড়ছে। তার পাশাপাশি ঘন ঘন সব ঝড় হচ্ছে। হড়পা পান বিভিন্ন এলাকাতে বিপর্যয় এবং প্রানহানি ঘটিয়ে চলেছে। দুর্গাপুজোর বিসর্জনের দিন মালবাজারে মাল নদীতে হড়পা বান হয়। তাতে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়। অত্যন্ত শোকের ঘটনা। এরকম না হোক , তা আমরা সকলেই চাই। কিন্তু এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে যাতে আমাদের কারোর ক্ষতি না হয় তা সকলকে বুঝতে হবে। পৃথিবী জুড়েই এখন নানা সঙ্কট। দুবছর আগেই করোন দাপিয়ে গিয়েছে। এখন চলছে ডেঙ্গুর দাপট। পরিবেশ নিয়ে চিন্তা এখানেও জরুরি। জমে থাকা জলে ডেঙ্গুর মশা বংশ বৃদ্ধি ঘটায়। বাড়ির চারপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত জরুরি। এখনও সেভাবে ওষুধ নেই ডেঙ্গুর। ফলে সচেতনতাই পারে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রন করতে।

শ্যামা পুজোতো আমরা অবশ্যই করবো। কিন্তু শ্যামা মায়ের আরাধনা তখনই সার্থক হবে যখন আমরা প্রকৃতি ও পরিবেশ ভালো রাখার কথা চিন্তা করবো। প্রকৃতি পরিবেশ ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকবো। এই বিশেষ দিক চিন্তা করেই এবার হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব পুজোর থিম করেছিল। হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সেই পুজো কিন্তু এবারে প্রচুর পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। বৃক্ষরোপন বা সবুজায়নের আবেদন জানিয়েই সেই পুজোর বিশেষ ভাবনা হয়। পুজোর সময়ই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। জ্বর সর্দি কাশি শ্বাস কষ্ট থাকায় আমাকে নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হয়। সকলের শুভেচ্ছা এবং ঈশ্বরের কৃপায় আমি ভালো হয়ে এসেছি। তবে নার্সিংহোমের বেডে শুয়েই আমি কিন্তু ফোনে ফোনে যতটা সম্ভব হয় পুজোর কাজ করি। কেননা হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আমি। ফলে ক্লাব সদস্যদের সকলের অতিরিক্ত আশা আমার ওপর ছিল। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে সকলের প্রত্যাশা পূরন করতে পারিনি। তবুও যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি। আর আমার অবর্তমানে ক্লাবের প্রতিটি সদস্য যেভাবে কাজ করেছেন, যেভাবে তারা আমার খোঁজ নিয়েছেন তাতে সত্যিই আমি অভিভূত। সকলের ভালোবাসায় আমি আবার আপনাদের সামনে আসতে পেরেছি। আর বিশেষ কি বলবো, কালী পুজো বা দীপাবলিতে অনেকে বাজি পোড়ান। আমাদের দেখতে হবে পরিবেশ দূষন ঘটায় এমন জিনিস না থাকাই ভালো ।আর আগুন থেকে সাবধান থাকতেই হবে। প্রদীপ মোমবাতি জ্বালানোর সময় সাবধান। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এটাই থাকলো প্রার্থনা।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদকও)

# খুশি

রিয়া মুখার্জী
(শিলিগুড়ি)

নানান রংয়ের আলোয় সেজে উঠেছে সবার ঘর,
মাগো এত জাঁকজমক কিসের এত রব?
বাবা আমার মা দুগ্গা গেলেন মা কালী আসার
আয়োজন,
অমাবস্যার অন্ধকার দূর করার জন্য অনেক
আলোর প্রয়োজন,
তবে কেন আমাদের নেইকো ঘর নেইকো
আলোর সাজসজ্জা,
মা কি শুধুই ওদের আমাদের ঘরে কি আসবেন
না?
কোথায় তবে মন্ডমিঠাই কোথায় নতুন কাপড়?
দীপাবলি কি শুধুই ওদের মা কি আমাদের
নয়কো আপন?
মা বলেন বাবু সেওতো মা,নিজের বাচ্চাদের
কোন মা-ই কষ্টে দেখতে পারে না,
আমাদেরও হবে দীপাবলি আমরাও মানাবো
খুশি,
দেখবি কিছু না কিছুই মা নিশ্চয়ই করবে এবার
নে শুয়ে পড় দেখি,
অশ্রু জলে সজল চোখে মা ভাবে এই শিশু রে
কেমন বোঝাবো?সবই উৎসব মাটি আজ টাকা
নেই বলে,
সকালে উঠে বাবু দেখে মাথার পাশে এটা কি
নতুন জামা মিষ্টি প্রদীপ সাথে ফুলঝুরি,
বাবুর মনে বড্ড খুশি মা এসেছেন বলে ছোট্ট
বাবুর অবুঝ মন ভাবে মা কালী দিয়ে গেছেন সব
এনে,
এইভাবে ফুটিয়ে তুলুন ছোটদের মনে খুশি,
একটুখানি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে পথ
পথের শিশুরাও মানাতে পারি দীপাবলি।

# এখনও সময় আছে, মহানন্দা নিয়ে ভাবুন

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা
(বিশিষ্ট পরিবেশবিদ, শিলিগুড়ি )

সকলকে শুভ কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা। এই সময় আমি যেটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলবো, তা হলো মহানন্দার সমস্যা। বহুদিন ধরেই মহানন্দা নিয়ে আন্দোলন করছি। এবারে মালবাজারের মাল নদীতে হড়পা বানের পর সবাই নদী নিয়ে নানারকম কথা বলছেন। নদী নিয়ে সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে। আর তাই মহানন্দার প্রসঙ্গও উঠে আসছে। মহানন্দা শিলিগুড়ির লাইফ লাইন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী মহানন্দা। একটা সময় নদী বেশ সুন্দর ছিলো। নদী ভালো থাকলে আমরা সবাই ভালো থাকবো। কিন্তু কেউ তা বুঝতে চায় না। মহানন্দা নদীকে দিনের পর দিন আমরা মেরে ফেলছি। মহানন্দা নদীতে দিনের পর দিন আমরা বর্জ্য ফেলছি। নদীকে আমরা দিনের পর দিন দূষিত করে চলেছি। নদীর চড় দখল করে তা বিক্রি করে দিচ্ছি। বলা চলে গলা টিপে মহানন্দাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। মহানন্দার ধারে দিনের পর দিন বসতি গড়ে উঠেছে। নদীর মধ্যে শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। নদীর ধারে খাটাল গড়ে তোলা হয়েছে। মাল নদী সম্প্রতি ভয়াবহ আকার নেওয়ায় আমাদের নদী নিয়ে চিন্তাভাবনা বেড়েছে।আমার প্রশ্ন হলো,এতদিন ধরে কি হচ্ছিলো ? নদীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে এখন তার প্রতি দরদ ! নদীতো তার প্রতিশোধ নেবেই। শিলিগুড়ির মহানন্দাও কিন্তু প্রতিশোধ নেবে। মহানন্দা বাঁচাতে অনেকদিন ধরে আন্দোলন করে চলেছি আমরা। সম্প্রতি আমি গ্রীন ট্রাইবুন্যালেও মামলা করেছি। গ্রীন ট্রাইবুনালও মহানন্দার পরিবেশ সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনকে সবসময় নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে। মামলা এখনও চলছে। আমরা পিছু হটছি না লড়াই থেকে।স্রেফ মহানন্দার চড় দখল রুখতেই আমরা মহানন্দার ধারে সূর্যসেন পার্কের পাশে পৌষ মেলা করে আসছি। সেই পৌষ মেলার মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটানো হয় । এককথায় সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলাই আমাদের অঙ্গীকার। মহানন্দা নদী বাঁচাতে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে। এখনই আমরা সবাই মিলে মহানন্দার প্রতি গভীরভাবে আন্তরিক না হলে ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে মহানন্দা, হড়পা বানে মহানন্দা আরও অনেক কিছু ক্ষতি করতে পারে শহরবাসীর। শহরে দেখা দিতে পারে ভয়াবহ বিপর্যয়। তাই এখনও সময় আছে, মহানন্দা নিয়ে ভাবুন।

# রক্ষা করো মা

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি )

বিরুপ প্রকৃতি হারিয়েছে গতি,
মানুষের ভালো নয় নীতি ও মতি।
অরণ্য নিরুপায়, কাঁদিছে দিবারাত্রি,
তুমি মা নীরব কেন সংকট-হারিনী ?
কৃপা করো মা, যুদ্ধ বিনাশিনী
এই ভূমন্ডলে ,
আর রেখো না মুন্ডমালা তোমার ঐ গলে।
লহ সুভাষিত পুষ্পগন্ধ,
দান করো মানবে
মন হোক উন্নততর
মিনতি করি মা ধ্বংস করো দানবে।

# জেগে থাকা পাখি

মুকুল দাস
(বয়স -৯৭, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

নিঝুম নিস্তব্ধ রাত , সকলেই ঘুমে অচৈতন্য
একটি পক্ষিনী জেগে থাকে নীড়ে,
সে যে সারারাত,খাতার পাতা ছেঁড়ে।
তবুও হয় না সারা, খাতার পাতা ছেঁড়া,
তার বুকে আছে প্রলেপ চাপা ব্যথা
ব্যথা নিয়ে থাকে , একা একা
ব্যথার কথা বলবে সে কাকে , পাখি যে তার অতীতে চলে গেছে।
প্রলেপ চাপা ব্যথা নিয়ে , চুপটি করে থাকে
পক্ষিনী উঠে সূর্য্য ওঠার আগে,
সূর্য্যের দেখা মেলে ,সে যায় খাদ্যের অন্বেষনে।

# শ্যামা সঙ্গীতে মাতৃ আরাধনা

পাঞ্চালি চক্রবর্তী
(লেকটাউন, শিলিগুড়ি--সঙ্গীত শিল্পী )

‘কালি কালি মহাকালী কালিকে পরমেশ্বরী’। কালি হলো কালের কর্ত্রী--লীলাময়ী মহাশক্তি। পরম সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথায় যিনি আদ্যাশক্তি লীলাময়ী,সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেছেন, তারই নাম কালি। কালি ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালি। আবার তন্ত্র মতে কালি আদিরুপিনী। আদ্যশক্তি মহমায়া। সবকিছুরই কারণ তিনি। তার ইচ্ছাতেই এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি হয়েছে। আবার প্রলয় কালে তিনিই সংহার করেছেন। মহাকাল বিশ্বকে গ্রাস করেন। আবার তিনি গ্রাস করেন মহাকালকে। তাই তিনি মহাকালি, তিনি অনন্ত। তার গুণ, মাহাত্ম্য এবং রুপও অনন্ত। তিনি ভক্ত বৎসলা। অপার তার করুনা। সাধক ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কালি পুজোর প্রচলন দেখা যায়। আবার দস্যুরাও একইভাবে কালিপুজোর মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে ডাকাতি করতে বের হতো। উভয়েই মায়ের সন্তান।

যুগযুগান্ত ধরে বহু সাধক, কবি ও ভক্ত বৃন্দ সঙ্গীতের মাধ্যমে মাতৃ বন্দনা করেছেন। শ্যামা সঙ্গীতের অফুরন্ত ভান্ডার। তার মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হলো। অসুরনাশিনী মহাকালী রনচন্ডী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী মহাকালের বুকের উপর। মায়ের এই অপরুপ রুপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম জৌনপুরী রাগের ওপর রাগের ওপর লিখেছেন, ‘ কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন, (মায়ের) রুপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যার হাতে মরন-বাঁচন’। সাধক কমলাকান্ত গেয়েছেন, ‘শ্যামা মা কি আমার কালোরে’, ‘শ্যামাধন কি সবাই পায়’,

With Best Compliments From :~
Cell : 9832406788
9434221175

LAST HONOUR
(COFFIN BOX)
SHAKTIGARH
ROAD NO. 2, SILIGURI

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা
দূরাভাষ ঃ ৯৪৩৪২২১১৭৫
কৌস্তুভ দত্ত
রোজলি দত্ত
কৌণিক দত্ত
ও
ক্রিস্টভ দত্ত
শক্তিগড়, শিলিগুড়ি।

‘সদানন্দময়ী কালি মহাকালের মনমোহিনী’ ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন অম্বা স্তোত্রম--“কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখ দুঃখ হস্তে/ আঘুর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্মিভঙ্গৈঃ। ”

সাধক কবি রামপ্রসাদ গেয়েছেন ,‘মনরে কৃষি কাজ জান না’, ‘ডুব দেরে মন কালি বলে’, ‘মন তোমার এই ভ্রম গেল না’, ‘কাজ কি মা সামান্য ধনে’। কান্ত কবি রজনীকান্ত লিখেছেন,‘আমি সকল কাজে পাই হে সময়। ’ সঙ্গীত শিল্পী মৃণালকান্তি ঘোষ গেয়েছেন,‘ শ্মশানে তুই শবাসনা ভুলালি মোর সব বাসনা’। সঙ্গীত শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও পান্নালাল ভট্টাচার্য প্রচুর শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে ভক্তদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে ভীমপলশ্রী রাগে ‘দোষ কারো নয় গো মা’, রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে ‘আমার চেতনা চৈতন্য করে’, ‘আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল’, ‘যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিনী শ্যামা মাকে’, ‘সকলই তোমারই ইচ্ছা’, ‘গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চী কে বা চায়’, ‘কালি কালি কালি বলে অজপা যদি ফুরায়’ ইত্যাদি। দুর্গা পুজোর পর এই সময়টায় চারদিকে শ্যামা সঙ্গীতের হাওয়াই উঠেছে। আর শ্যামা সঙ্গীতের সুরে ভিতরের এক অন্যরকম টান অনুভূত হয়।

পরিশেষে বলতে হয় বর্তমানে চারদিকে অশান্তি চলতে থাকায় বিশ্ব মানব জীবন সঙ্কাটাপন্ন। এই যুগ সঙ্কটে বিশ্বে ফিরে আসুক শান্তি।এটাই বিশেষপ্রার্থনা।

“দেবী প্রপন্নর্তিহরে প্রসীদ,প্রসীদ মার্তজগতোহখিলস্য।/প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং তমীশ্বরী দেবি চরা চরস্য।”

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা

মুক্তা হোটেল

এস এন বোস পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে,
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি
মোবাইল --৭৬০২২৪৩৪৩৩



দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত
Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।
Donation is Exempted U/S 80G
Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010
approved from 07--12-2009
visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)
‘মুকুন্দ মালঞ্চ’, ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন




# জবা ফুলের বাজার

রনপদ সেন
(সভাপতি, শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতি)

সকলকে দীপাবলি ও কালী পুজোর শুভেচ্ছা। শারদীয়া দুর্গোৎসব পার হয়েছে। এবারে কালী পুজো ও দীপাবলি। তারপর ছট পুজো। এখন উৎসবের মাস। আর উৎসব মানেই ব্যাপক ফুলের ব্যবহার। এই সময় ফুলের চাহিদা সবসময় বেড়ে যায়। শহর শিলিগুড়িতে এই চাহিদা আরও বেড়ে যায়। কেননা পাহাড় থেকে প্রচুর মানুষ এই সময় ফুল সংগ্রহের জন্য শিলিগুড়ি আসেন। শহর শিলিগুড়িতে এখন বাড়ি বাড়িতে ফুলের গাছ নেই। শহর ভরে গিয়েছে কংক্রীটের জঙ্গলে। আগে বাড়ি বাড়ি জবা ফুল , গাঁদা ফুল গাছ থাকতো। তার পাশাপাশি বেল পাতা বা দুর্বা ঘাসের জন্যও কোনও কষ্ট করতে হোত না লোকজনকে। এখন শহরে তা নেই। ফলে ফুলের বাড়তি চাহিদা তৈরি হয়। কলকাতা বা দক্ষিনবঙ্গ থেকে ফুল ব্যবসায়ীরা শিলিগুড়িতে ফুল নিয়ে আসেন। তবে যেভাবে ফুলের চাহিদা বাড়ছে তাতে এই শহরে একটি ফুলের বাজার তৈরি হওয়া খুব জরুরি। শিলিগুড়ি বিধান রোডে আমরা কয়েকজন ফুল ব্যবসায়ী বসি। আমাদের একটা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে বলে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছিলো। এসজে ডি এতে আমরা ফুলের স্টলের জন্য বাম আমলে টাকাও প্রদান করি। কিন্তু দীর্ঘ কয়েকবছর কেটে যাওয়ার পরও আজ পর্যন্ত আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি। আর আমাদের জন্য কোনো বাজারও তৈরি করে দেওয়া হয়নি। তাই এই বিষয়টি নিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দীপাবলির আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হোক।

# অন্ধকারে আলো, জন্মদিনে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তির মুখে হাসি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ জন্মদিনে একজন বয়স্ক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটালেন শিলিগুড়ি জ্যোতিনগর বিনয় চৌধুরী সরনির সমাজসেবী অপূর্ব ঘোষ। বৃহস্পতিবার ১৩ অক্টোবর বিকালে তিনি জ্যোতিনগর এলাকাতেই এক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বৃদ্ধের হাতে ট্রাই সাইকেল তুলে দেন। ওই বৃদ্ধ মানুষ কষ্টে ছিলেন, ট্রাই সাইকেল পেয়ে তিনি এদিন বেশ খুশি। প্রতি বছর জন্মদিনে এরকম সামাজিক ও মানবিক কাজ করেন অপূর্ববাবু। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদক কমল মজুমাদারও এই মানবিক কাজের তারিফ করেন। সামনে আলোর উৎসব। তার আগে এই ধরনের কাজের মাধ্যমে অন্যরকম আলোর বার্তাই দিতে চান অপূর্ববাবু। স্বামী এধরনের সামাজিক ও মানবিক কাজ করতে থাকায় খুশি স্ত্রী লক্ষী ঘোষও। কিছুদিন আগে বাড়িতে বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে অপূর্ববাবু রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির , ওষুধ বিতরন, শাড়ি বিতরন কর্মসূচি গ্রহন করেন। লায়ন্স ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অপূর্ববাবু। তাছাড়া তিনি ইলেক্ট্রোগ্রুপের প্রধান কর্তা। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট লাগোয়া রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে স্থানীয় অনগ্রসর মানুষদের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল বিতরনের উদ্যোগ নেন অপূর্ববাবু। অপূর্ববাবু বলেন, মানুষ অমর নয়। তাই যতক্ষন বেঁচে থাকবো এইসব সামাজিক ও মানবিক কাজ করে যাবো। আর আমরা মানবিক কাজ করতে থাকলে আমাদের সন্তানরাও এই ধরনের সামাজিক কাজে এগিয়ে আসবে। তাতে সমাজেরই মঙ্গল।

# মায়ের আগমন

অর্পিতা দে সরকার
(বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি )

যে পথ ধরে মা তুমি চলে গেলে, সে পথ ধরে আবার তুমি চলে আসবে নতুন রুপে শ্যামা মায়ের অদ্ভূত সুন্দর রুপ ধরে। মা দুর্গার কৈলাশে ফেরার পর শ্যামা মায়ের আবির্ভাবের দিন গুনছে সারা দেশবাসী। এই আনন্দের বিশেষ দিনটাকে আরো আনন্দময় , বর্ণময় করে তুলতে, অন্ধকারকে আলোয় রুপান্তর করে তুলতে হাজারো দীপ জ্বালিয়ে মহা শক্তির আরাধনায় মেতে উঠবে সবাই।

আমরা সকলেই জানি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে দেবতাদের পরাজয়ের পর অশুভ শক্তির হাত থেকে পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করার জন্য মা দুর্গার কপাল থেকে জন্ম হয় মা কালীর। মা কালী কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষে অমাবস্যা তিথিতে অসুরের নাশ করে পৃথিবীবাসীকে অসুরদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাই প্রতিবছর এই বিশেষ দিনে পৃথিবীবাসী মাতৃ-আরাধনায় মেতে ওঠেন।

হাজারো প্রদীপের আলোর ছটায় পৃথিবীর বুক থেকে অশুভ শক্তি বিদায় নিক---- এই সময় এটাই থাকছে প্রার্থনা। এই সময় আরো প্রার্থনা থাকছে যাবতীয় অন্ধকার, অসুখবিসুখ, অভিশাপ, অন্যায় দূর হয়ে যাক। সবার জীবনে মাতৃ আরাধনার মধ্য দিয়ে বজায় থাকুক ও ফিরে আসুক আনন্দ , সুখ সমৃদ্ধি সৌভাগ্য।কালী পুজোর পুণ্য লগ্নে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক শান্তি, আনন্দ, সৌভাগ্য ও সীমাহীন আনন্দের সমাহার। চলুন আমরা সবাই মনের দরজা খুলে আনন্দে, ভালোবাসায় ডুবে যাই। মা কালীর আশীর্বাদে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিক অন্ধকারপ্রবনতা ও পৃথিবী ভরে উঠুক আলোর বন্যায়।

প্রদীপের আলোয়, আতস বাজির শব্দে মিস্টি মুখে কালীপুজোর আনন্দ বেড়ে উঠুক শতগুন,কালীপুজোর আনন্দে মেতে উঠুক সকলে। শুভ কালীপুজো।

"আলোয় ভুবন ভরিয়ে দেখা,/ঘুচিয়ে দে মা যত কালে!/ মনের আঁধার মুছিয়ে দে মা/ মনাকাশে জ্বেলে আলো"।

(লেখিকা খবরের ঘন্টার সহ সম্পাদিকা। )

# প্রকৃতির রোষে উৎসব

সুমিত্রা পোদ্দার
(মাঝাবাড়ি, ইস্টার্ন বাইপাস লাগোয়া। শিলিগুড়ি কলেজ থেকে ভুগোলে অনার্স নিয়ে বি এ উত্তীর্ণ)

"বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ"। যে পথ ধরে গিয়েছিল উমা,সেই পথেই ফিরছে যে শ্যামা। এক মায়ের হাজারো রুপ। সারা বছর জুড়েই আমরা মায়ের সেই ভিন্ন রুপকে বিভিন্ন ভাবে বরণ করে থাকি।

দশমীতে মা দুর্গার বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে সকলের মন ভার হলেও, অমাবস্যায় মা কালীর আরাধনায় সকলেই আনন্দে মেতে ওঠেন। আগামী ২৪শে অক্টোবর কালী পুজো। সেই নিয়েই এখন সকলে আনন্দে মেতে উঠেছেন। কিন্তু কিছু দিন হলো কোথাও যেন প্রকৃতি মা সকলের উপর রুষ্ট হয়ে উঠেছে। একের পর এক প্রকৃতি মায়ের রোষে হাজারো মানুষকে পড়তে হচ্ছে। দশমীর দিন হড়পা বানে মাল নদীর জলস্রোতে ভেসে গিয়ে আট জন লোক তাদের প্রাণ হারিয়েছেন। কিছু মানুষের খোঁজ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সিকিম ও উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিধ্বস ও হড়পা বানের ফলে সেখানকার জনজীবন ধংস হচ্ছে। তার সঙ্গে ঘটছে অসংখ্য প্রাণহানি। এইসব ঘটনাগুলো দেখে কেমন যেন মনে হচ্ছে প্রকৃতি মা প্রতিশোধ নিচ্ছেন। মানুষ যেমন নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করেছে ঠিক তেমনি প্রকৃতি নিজের গতিকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করে চলেছে।পরোক্ষভাবে আমরা যেসব পুজো,আরাধনা করে থাকি তা প্রকৃতিরই বিভিন্ন রুপ। কিন্তু কি হবে এত বিলাসবহুলভাবে পুজো আর উৎসব করে, যদি আমরা সেই প্রকৃতিকেই ভালো রাখতে না পারি। প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভালো রাখলে শুধু মানবজাতি নয়, বরং সমগ্র জীবকূল সুস্থ থাকবে। আজ থেকে কিছু বছর আগেও সেপ্টেম্বর মাসের শেষেই শীত পড়ে যেতো। কিন্তু এখন দেখা যায় অক্টোবর এর শেষ কিংবা নভেম্বর মাসেও শীত ঠিক করে পড়ে না। এখন বর্ষাকাল প্রায় সারা বছর জুড়েই বিরাজ করে থাকে। ঋতুচক্রের এই পরিবর্তন আর কিছুই নয়, মানব জাতির বিবেচনাহীন কাজের ফলশ্রুতি মাত্র। বিশ্ব উষ্ণায়নের মাত্রা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে যার প্রভাব জীবকুলকে ধীরে ধীরে শেষ করে দেবে। এই পরিস্থিতি থেকে প্রকৃতিকে বাঁচাতে পারি কেবল আমরা। আমাদের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলির উপর যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। পরিবেশের দূষন রোধ করে প্রকৃতিকে সুস্থ রেখে , বেশি করে বৃক্ষরোপন করে, সকলে মিলে এগিয়ে এলে তবেই আমরা আমাদের প্রকৃতিকে বাঁচাতে পারব। আগামী উৎসবগুলোতে নিজের পরিবারের সাথে প্রকৃতিরও একটু যত্ন নেবেন, দেখবেন উৎসবের আসল সার্থকতা খুঁজে পাবেন। শুভ দীপাবলি।



# মহাশক্তি ও বিজ্ঞান

নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ এবং আইনস্টাইনের মধ্যে সত্য ও দর্শন নিয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। এখানে তার সামান্য অংশ তুলে ধরা হলো ঃ

সত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-- মানুষের অনন্ত ব্যক্তিসত্তা বিশ্ব প্রকৃতিকে অনুধাবন করে। এমন কিছুই নেই যা মানবসত্তা বুঝতে অপারগ হয় এবং এটাই প্রমান করে যে বিশ্ব জগতের সত্য মানবসত্তার সত্য।

উত্তরে আইনস্টাইন বলেছিলেন --মহাবিশ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটো ধারণা রয়েছে -- বিশ্ব সত্তার ঐক্য মানবিকতার উপর নির্ভরশীল এবং বিশ্ব সত্তার বাস্তবতা মানবিক কার্যকারণের উপর স্বনির্ভর।

রবীন্দ্রনাথ --যখন আমাদের বিশ্বজগৎ মানুষের সাথে সুসমন্বিত হয়,তখনসেটা হয় শাশ্বত,তখন তাকে আমরা সত্য বলে জানি, তাকে সুন্দর হিসেবে অনুভব করি।

আইনস্টাইন-- এটা বিশ্বজগতের সম্পর্কে পুরোপুরি মানবিক ধারণা।

এভাবে দুজনের মধ্যে আলোচনা করবার সময় আইনস্টাইন বলেছিলেন--সৌন্দর্যবোধের এই ধারণা সম্পর্কে আমি আপনার সাথে একমত,কিন্তু সত্য সম্পর্কে একমত নই।

বিজ্ঞান পরীক্ষালব্ধ অবস্থাকে সত্য বলে স্বীকার করে। আইনস্টাইন এর বাইরে ছিলেন না। আইনস্টাইন তার সূত্র $E=mc^2$ সূত্রের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন পদার্থ (m) থেকে শক্তি (E) উৎপত্তির সত্যতা যখন একে আলোর গতিবেগ $c^2$ দ্বারা গুন করা হয়। কিন্তু এটাই কি চরম সত্য? তবে সেই সত্যের রুপ কি রকম? এক্ষেত্রে পদার্থের আভ্যন্তরীন ক্রিয়া সম্পর্কে কার্য্যকরন বিজ্ঞানীদের জানা নেই। উদাহরন স্বরুপ বলতে পারি কেউ যদি পড়ে গিয়ে বা অন্য যে কোন কারণে আঘাত পায়, তখন সেই আঘাতকে পরিমাপ করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এই বিষয়ে আমি আমার গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি. সেক্ষেত্রে $E=mc^2$ সমীকরণটির যে অবস্থা হবে তা নিম্নে উল্লেখ করছি পাঠকগণকে অবহিত করবার জন্য। কারণ প্রকৃত সত্যকে জানা প্রয়োজন।

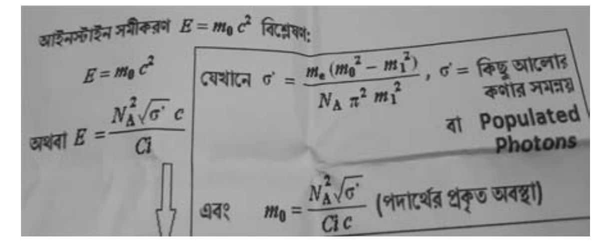


আইনস্টাইনের সমীকরণের মত এই সমীকরণটি সর্বক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে প্রযোজ্য।

এখানে বিজ্ঞানের প্রকৃত সত্যকে উল্লেখ না করলে মহাশক্তি বা মহাবিশ্বের শক্তি সম্পর্কে ধারণা আবছা কাঁচের ন্যায় হবে। বিজ্ঞানীগণ মহাবিশ্ব সৃষ্টি নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে যাচ্ছেন। কালো গহ্বর বা ব্ল্যাক হোল আবিষ্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক পলক এগিয়ে যাওয়া। এই ব্ল্যাক হোলের ধারে কাছে যা থাকবে সব গ্রাস করবে। আলোকে একবার গ্রাস করলে আর ফিরে আসতে দেয় না। কি অদ্ভূত এই চরিত্র? কিন্তু বিশ্ব সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থগুলো কিভাবে হয়েছে? এর উত্তর কোথায়? এইসব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে প্রশ্ন বেড়েই যাবে। সেক্ষেত্রে যদি ধরে নিই গোটা জগতটাই ছিল কালো কণা বা কালো পদার্থের আধিক্য এবং কালো থেকে আলো তথা শক্তির উৎপত্তি, তবে কিছু সমস্যার সমাধান হয়। এ বিষয়ে হাজার হাজার বছর আগে থেকে চিন্তা করেছেন মানুষ। তৈরি হয়েছে ধর্ম। সনাতন ধর্মে বিশ্ব সৃষ্টি নিয়ে যে কথাগুলো লিপিবদ্ধ করা আছে, তা আজকের দিনে বিজ্ঞানের নানা সত্যকে মান্যতা দেয়।

'বেদ' সনাতন ধর্মের আদি গ্রন্থ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞান'। চার ভাগে বিভক্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ। বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে ঋগবেদে যে ধারণার কথা বলা হয়েছে বিগ ব্যাং থিওরির কাছাকাছি। হিন্দু ধর্মে মহাশক্তি জগত সৃষ্টির আদি কারণ এবং জগতের প্রধান শক্তি হিসাবে সর্বোচ্চ ঈশ্বর মনে করেন। শিবের প্রকৃতি পার্বতীকে মহাশক্তি দেবী রুপে বা হিন্দু ধর্মে জননী রুপে সন্মান প্রদান করা হয়েছে । সেজন্য দুর্গা আদ্যা শক্তির আর এক রুপ। নানা মুনির নানা মত। আমার ধ্যান ধারণায় সৃষ্টির কারুকার্য মস্তকে প্রবেশ করে না । কে কিভাবে প্রথম কাজ শুরু করেছিল, বলা কঠিন। তথাপি বলতে পারি -- ঋকবেদে

বলা হয়েছে--‘তম অসিৎ তমসতপসস্তম্মহিনাজাযাতৈকম...’ (১০ চারদিক ছিল ঃ অর্থ। (৩/১২৯/ অন্ধকারাচ্ছন্ন সমস্ত জিনিস একত্রে পঞ্জীভূত ছিল। সেখান থেকে প্রচন্ড তাপের সৃষ্টি হলো। তাপের প্রভাবে হিরণ্যগর্ভ(বর্তমানে ব্লাক হোল বলা যেতে পারে) তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল সৃষ্টির সকল বীজ। এরপর বিস্ফোরন হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি। বিগ ব্যাং তত্বে বিজ্ঞানীরা বলেছেন বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের উৎপত্তি শুরু হয়েছিল একটি অতি ক্ষুদ্র দানা থেকে। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় বিশ্ব ছিল অত্যধিক শক্তি। এর ঘনত্বএবং তাপমাত্রা ও চাপ এমন ছিল যা কল্পনার বাইরে। এর মধ্যে ছিল পদার্থ যা ক্ষুদ্রকায় অবস্থায় একটি বিন্দুর মত। এই পদার্থ হঠাৎ সম্প্রসারিত হতে থাকে। আলো হলো সৃষ্টির এক আদি শক্তি। আলো না থাকলে জগত অন্ধকার থাকত।অন্ধকার মানে কালোর মহা সমারোহ।কালো থেকে উৎপন্ন আলো মহাশক্তির আদি। অন্য এক মহামায়ার রুপ। জগতের সর্বত্র এইরুপের খেলা চলছে। সৃষ্টি ধ্বংসের খেলায় পারদর্শী মহামায়া। সেজন্য মহাবিশ্বে অগুনিত নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে। আমরা সাধারণ মানুষ এর কতটুকু খোঁজ রাখতে পারি?

বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ অগুনিত ছায়াপাথের মধ্যে এমন বহু নক্ষত্রের খোঁজ পেয়েছেন। বিজ্ঞানীদের মতে গোটা বিশ্বে আলোর মাত্রা মাত্র ৫ বা ৬ শতাংশ, বাকিটা কালো। ভাবা যায় না এই বিশ্ব কত বড়?সেজন্য অজানা অদেখা জগতটাকে ঈশ্বর কল্পনা করা ছাড়া উপায় কোথায়?আর ঈশ্বর মানেই সৃষ্টির মানদন্ড,মহামায়ার রুপ। কাজেই প্রকৃত সত্য উদ্ধার করা এখনো দূর অস্ত। আমরা পদার্থের আভ্যন্তরীন অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে পারি, কিন্তু সৃষ্টির সময় কি ঘটেছিল, তা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই সৃষ্টি এখনো অব্যাহত। চলছে তার নিরন্তর খেলা। হচ্ছে দিন, আসছে রাত। ঘুরছে সব একজন আর একজনের হাত ধরে শক্তি ছড়িয়েপড়ছে চারিদিকে।আমরা নিজেদের শক্তি দেখিয়ে কোথাও কোথাও বাহবা নিচ্ছি।ছোট্ট একটা সুন্দর পৃথিবীকে কষ্ট দিচ্ছি। এক দেশ আর এক দেশের সাথে মিল নেই, অযথা মাটি নিয়ে দখলদারী দেখাচ্ছি। কী মানসিকতা!এই অবস্থা চলতে থাকলে সর্ব অঞ্চলে সর্ব দিক দিয়ে নেমে আসবে গাঢ় অন্ধকার। মৃত্যুর মিছিলে মা কালী গলায় পড়বে মুন্ডু মালা। রক্তের সমুদ্রে একসময় ভেসে উঠবে স্বচ্ছ পৃথিবী।

# পর্যটক ভর্তি পাহাড়ে

বাপন মন্ডল
(জয়ন্তী ট্রাভেলস, শিলিগুড়ি )

সকলকে শুভ দীপাবলি। এখন উৎসবের মাস চলছে। ফলে ছুটি, ছুটি একটা পরিবেশ। আর ছুটি ছুটি মানে ভ্রমনে বেরিয়ে পড়া। বিশেষ করে ভ্রমনপ্রিয় বাঙালি উৎসবের এই সময়টায় ছুটি নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। ভ্রমন মানে আমাদের উত্তরবঙ্গে চলে আসে পাহাড় ও ডুয়ার্স। বিগত দুবছর করোনার জেরে সেই ভ্রমনে সঙ্কট তৈরি হয়। মানুষ ঘরে বন্দি থেকে হতাশ হয়ে পড়েন। এবার কিন্তু মানুষ পাচ্ছেন মুক্তির স্বাদ। করোনার সেই দাপট নেই। ফলে সবাই ঘর ছেড়ে ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছেন। দার্জিলিং, সিকিম, ডুয়ার্সে সর্বত্র পুজোর সময় প্রচুর পর্যটক আসছেন। কালী পুজো দীপাবলিতেও পর্যটকের মেলা লেগেছে। সর্বত্র ঠাঁই নেই পরিস্থিতি।

সব বুকিং হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ে দুর্যোগের একটা আবহাওয়া চলছে। তারমধ্যেও পর্যটকদের লাইন চলছে। আমাদেরও পর্যটকদের পিছনে সময় দিতে গিয়ে নাওয়াখাওয়ার সময় নেই। তবুও আমরা অতিথি পর্যটকদের জন্য সময় দিতে সবসময় প্রস্তত। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের মিঞা গ্যারেজ বিল্ডংয়ের জয়ন্তী ট্রাভেলসএর প্রধান কর্ণধার। )

# আলোড়ন

রিতু সূত্রধর
(চয়নপাড়া, শিলিগুড়ি )

Without contrary there is no process --William Blake এর কথাটা একদম ঠিক। ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার এরা একে অপরের পরিপূরক। এদের একটি থাকলে বুঝতে হবে অপরটির উপস্থিতি অবধারিত। এই লেখনিতে আমি কতটা প্রাণ দিতে পারছি, আমি জানি না। তবে আজ আমরা আধুনিক জীব, শিক্ষিত, সভ্য, আমরা এখন অনেক এগিয়ে। তবে সবার জীবন ধারা একরকম নয়, তাই আমার কিছু ভাবানুভাব আমি রাখতে চাই এই লেখনিতে।

ছোটোবেলা থেকেই একটা প্রশ্ন আমার মনের ভিতর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো যে বাকি সকলের মতো আমার কোনো বন্ধু নেই কেন? সবার মতো প্রাণ খুলে পরিবারের সদস্যদের সাথে, বন্ধুদের দলে নিজেকে উজাড় করে সামিল কেন করতে পারি না? কেন? সবার মাঝে থেকেও কেন নিজেকে এত একা মনে হয়? অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বর্গের কাছে বিষয়টি জানাই এবং তাদের মত অনুযায়ী আমি যা জানতে পারলাম সেগুলি হল --এক)আমার কম্যুনিকেশন স্কিল ভালো না, দুই) সবার সাথে মিশে থাকতে পারি না, তিন) আমি বড্ড সেকেলে বা সবার মতের সাথে আমার মত মেলে না আমি আলাদা। এবার হয়ত আমার লেখাপড়ার পর আপনাদেরও মনে হবে-- কালীপুজো, দীপাবলি নিয়ে লেখার বিষয়, কিন্তু এতো অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা!

এবার যেটা বলতে চাই,সবার অভিমত নেওয়ার পর আমি সেগুলিকে একত্রিত করি এবং নিজে উপলব্ধি করে বোঝার চেষ্টা করি।সেই উপলব্ধি থেকে যা বেরিয়ে আসে সেগুলি হল ----আমাদের এই পৃথিবীটা সত্যি-সত্যিই অভুতপূর্ব সুন্দর। সবাই আশা করে একটা অতুলনীয় সুন্দর জীবন এই পৃথিবীতে কাটাতে কিন্তু কজন তা বাস্তবায়িত করতে পারে। কারোর ৯০,কারোর ৮০ বা কারোর ৫০ শতাংশ পূর্ণ হয় আবার কারোর এক শতাংশও পূর্ণ হয় না।এই না হওয়া গোষ্ঠীকেই শুনতে হয়-- তোমাদের কম্যুনিকেশন স্কিল খারাপ, মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সত্যিই কি তাই????

সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে ক্ষনিকের জন্য আনন্দে মেতে তো ওঠাই যায় , কিন্তু এটাও তাদের জন্য সম্ভব যাদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য তিন বেলার খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য নুনতম হলেও একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা রয়েছে।আর যাদের প্রতিনিয়ত এই তিনটি জিনিসের জন্য লড়াই করতে হয়, গভীর অন্ধকার তাদের জীবন থেকে সহজে যেতে চায় না। এইরুপ পরিস্থিতিতে মেয়েদের অবস্থা তো অতি করুন ও নির্মম যা ব্যাখা করার মতো ভাষা বা শব্দ আমার কাছে নেই। হয়তো অনেকেই বলবে আগের থেকে মেয়েরা এখন সবদিক থেকে ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে। যাই যদি হয়, তবে আজও কেন আমাদের সমাজে শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহ, কন্যা ভ্রুণ হত্যা, নিরক্ষরতা, দারিদ্রতা বিদ্যমান।

লেখা শুরুতেই আমি বলেছি ভালো-মন্দ,আলো-অন্ধকার এরা একে অপরের পরিপূরক। তবে যা শোভনীয় নয় তাতে মিশে না গিয়ে , বিবর্ণ-ধূসর রঙগুলিকে রঙিন করে তোলা। সর্বদা টাকা দিয়ে নয়, প্রতিটি অনাথ, রাস্তায় পড়ে থাকা শিশু যাদের চোখে কিছু হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে অথচ সাহস বা ভরসা নেই বলে সেগুলিকে তারা দুঃস্বপ্ন ভাবে, তাদের ভরসা ও সাহস দিয়ে জাগ্রত করে বলতে হবে---“ Call power is within you, you can do anything and everything. Believe in that,do not believe that you are weak , do not believe that you are a half-crazy lunatics,as most of us do nowadays. You can do anything and everything, without even the guidance of anyone . Stand and express the divinity within you. ” এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্বপ্ন রয়েছে ।এদের সেইভাবে আলাদা আলাদা ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলতে হবে। যদিও কাজটি কঠিন তবে যেদিন এরা সবাই ফুটে উঠবে সেদিন দীপাবলীর অন্ধকার দূর করতে প্রদীপের আলো নয়,--সততা , ন্যায়, নীতি, মানবিকতা, নিঃস্বার্থপরতা নিয়ে বেড়ে ওঠা এদের সফলতার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে আমাদের চারপাশ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজের নিরক্ষরতা ,কুসংস্কার, বর্বরতা দূর করতেযেমন স্বামী বিবেকানন্দকে খুঁজে বের করেছিলেন ঠিক তেমনি এই মৌন সমাজে আলোর শিখা জ্বালতে আমাদের প্রত্যেকের ঘরে একজন করে স্বামী বিবেকানন্দ থাকা প্রয়োজন।

(রিতু সূত্রধর শিলিগুড়ি কলেজ থেকে এবছর স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েছে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে।)